www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ২ আষাঢ় – ৮ আষাঢ়, ১৪২৪ ঃ ১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 34, 17 June - 23 June, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক সত্যজিৎ

রায়ের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লেজিয়ঁ দ নরে পেতে চলেছেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বাঙালির মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি পালক।

রবিবার : পর্যটকের ভিড়ে আনন্দ উজ্জ্বল কর্মব্যস্ত পাহাড়

ফের স্তব্ধ। রাজ্য সরকারের দিকে বিভেদের রাজনীতি বন্ধের ও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বনধ ডাকল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। শুরু হয়েছে রাজ্য সরকার ও বিমল গুরুংদের মুখোমুখি লড়াই। মোর্চার অফিস ও বিমলের বাড়িতে পুলিশ তল্লাশির পর লড়াই আরও তুঙ্গে। উত্তাপ বাড়ছেই।

সোমবার : কৃষকদের বিক্ষোভে জেরবার মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের সরকার অবশেষে আশ্বাস দিল কৃষিঋণ মকুবের। সেখানে বিক্ষোভ

কমলেও কৃষিঋণ মকুবের দাবি উঠছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে।

মঙ্গলবার : কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত দেশের সেনাপ্রধান

বিপিন রাওয়াতকে গুন্ডার সঙ্গে তুলনা করে রীতিমতো বিপাকে। বিজেপির নিশানায় কংগ্রেস হলেও সন্দীপের পাশে দাঁড়াননি সনিয়া-রাহুল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ক্ষমা চান সন্দীপ।

বুধবার : ২৪ ঘন্টায় কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা বাহিনী ও

পুলিশের বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘটা পরপর জঙ্গি হামলায় আহত হয়েছেন ১১ ভারতীয় জওয়ান। পুলওয়ামার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা সহ গোটা একটি এটিএমই তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তবু ধৈর্যে অবিচল সেনাবাহিনী।

বৃহস্পতিবার : লন্ডন শহরের মাঝখানে ২৪ তলা আবাসন

গ্রেনফেল টাওয়ার সম্পূর্ণ পুড়ে খাঁক হয়ে গেল মাঝরাতে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ১৭ জন। বহু আহত হাসপাতালে লড়ছেন মৃত্যুর সঙ্গে।

শুক্রবার : সোনার দরের মত পেট্রল ডিজেলেও চালু হল দৈনিক

দর। প্রথম দিন অবশ্য দাম কমেছে দু টো র ই। এবার থেকে প্রতিদিন লক্ষ্য রাখতে হবে জ্বালানি তেলের দরের দিকে। এর ফলে কী ভবিষ্যতে পণ্যের দামও ওঠানামা করবে? প্রশ্ন মানুষের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ত্রিশূলে বিদ্ধ বাংলার স্বাস্থ্য

ওঁকার মিত্র

কিডনি পাচার, শিশু পাচার, দালাল চক্র, জাল ওষুধ, বেআইনি চিকিৎসার শোষণ পেরিয়ে এবার ফোকাসের আলোয় জাল ডাক্তার। সব মিলিয়ে বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম প্রতারণার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে। বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকারদের বাংলায় যে পাপ বাম আমলে জন্ম নিয়েছিল এখন তা ভরা যৌবনে টগবগ করছে। ২০১১ সালে সরকার বদলেছে বটে, কিন্তু বাংলার স্বাস্থ্য বদলায় নি এতটুকুও। নব্য সরকারের আমলে মুখ্যমন্ত্রী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নামে জেলায় জেলায় কিছু বাড়ি বানিয়েছেন, আর পুলিশ ক্ষতস্থানগুলি চিহ্নিত করে তুলে আনছে মানুষের সামনে। তফাত এই টুকুই। অবশ্য এতে মানুষের বিড়ম্বনা আরও বেড়েছে। সামনে ঝাঁ চকচকে বাড়িগুলি আছে। অথচ তাতে চিকিৎসা পরিষেবা নেই। যন্ত্রণায় বুক ফাটছে অথচ কিছুই করার নেই। আবার পুলিশের দেখানো ক্ষতস্থানগুলিতে বাড়ছে অবিশ্বাস, যাকে সঙ্গী করেই যেতে হচ্ছে চিকিৎসা নিতে।

কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর হাতড়াতেই এই নিবন্ধের অবতারণা। বিভিন্ন প্রখ্যাত চিকিৎসকদের মুখোমুখি হয়ে যেটা জানা গিয়েছে সেটা হল এই ব্যবস্থা থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব। কারণ এখানে শোষক আর শোষিতের মাঝে কোনও বিকল্প নেই। তাঁদের মতে বাংলার এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অক্ষমতা লুকিয়ে রয়েছে তিনটি কারণে। এক, স্বাধীনতার এত বছর পরেও গ্রাম গঞ্জে গড়ে ওঠে নি কোনও সুচিকিৎসা ব্যবস্থা, যেখানে পাশ করা ডাক্তাররা গিয়ে স্বচ্ছন্দে চিকিৎসা করবেন। সকলেই তাই শহরমুখী। এতে একদিকে যেমন শহরের চিকিৎসা কেন্দ্রে অত্যধিক চাপে শোষণ, প্রতারণা বাড়ছে, অন্যদিকে তখন গ্রামগঞ্জ ছেয়ে যাচ্ছে জাল ডাক্তারে। দুই, রাজনৈতিক নেতা, নেত্রী, কর্মীরাও চিকিৎসা ব্যবসার শরিক হয়ে উঠেছেন। তাদের মদতেই চলছে জাল ওষুধ, শিশু পাচার, অঙ্গ পাচার, দালাল চক্র। খোঁজ নিলে দেখা যাবে গ্রাম শহরে সর্বত্র হাসপাতাল, নার্সিংহোম, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এমনকি সরকারি হাসপাতালে তাদেরই জমিদারি। মেডিকেল কাউন্সিলেও রাজনৈতিক নেতাদের রমরমা। তিন, সরকারি নজরদারির অভাব। স্বাস্থ্য দফতর ও পুলিশের সঙ্গে সর্বত্র চলছে আঁতাত। কারোর কোনও নজর নেই। যে যার ইচ্ছামতো যা খুশি তাই করে চলেছে কোনও প্রতিকার নেই। সরকারি দুর্বলতার সুযোগে লুঠ করতে নেমে পড়েছে ব্যবসায়ীরা। স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছে পণ্য। মুখ্যমন্ত্রী মাঝে মধ্যে ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলেও অবস্থা কিছুতেই বদলাচ্ছে না। কমিশনে জমা পড়ছে অসংখ্য অভিযোগ। কর্মীর অভাবে তার বেশিরভাগই পড়ে থাকছে ফাইলবন্দি হয়ে। এই নকল স্বাস্থ্য গড় একাই রক্ষা করার চেষ্টা করছেন একা কুম্ভ মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতালের রকমফের	সংখ্যা	শয্যা সংখ্যা
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল	১৩	১২,৬৪১
জেলা হাসপাতাল	১৫	৮,২০৪
সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল	৪৫	৯,৯০১
স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৩৩	৪,৮৯৯
অন্যান্য হাসপাতাল	৩৩	৬,৫০৪
গ্রামীণ হাসপাতাল	২৬৯	৮,৮২০
ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৭৯	১,০৮৬
প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৯০৯	৬,৫৯২
সাব সেন্টার	১০,৩৫৬	০
রাজ্য সরকারের অধিকৃত বিভাগীয় হাসপাতাল	৭২	৬,২১২
অঞ্চল অধিকৃত হাসপাতাল	৩১	১,০৮০
সরকার অধিকৃত হাসপাতাল	২,০১৩	৩৪,২৮১
এনজিও/প্রাইভেট সংস্থা পরিচালিত হাসপাতাল	২,০১৩	৩৪,২৮১
মোট	১৩,৯২৫	১,০৭,৩৪৬

উপরের চিত্রটি বলছে রাজ্য সাড়ে ৯ কোটি মানুষের জন্য ১৩,৯২৫টি হাসপাতালে ১,০৭,৩৪৬টি বেড, যার মধ্যে ৩৪,২৮১টি বেসরকারি হাসপাতালে। এবং মোট হাসপাতালের অধিকাংশ শহরে। ফলে গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য কোন তিমিরে পড়ে রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ফলে 'জাল' থেকে মুক্তি নেই বাংলার স্বাস্থ্যের।

ত্রিশূল

- চিকিৎসা পরিষেবার অভাব
- নজরদারির গাফিলতি
- রাজনৈতিক মদত

পরিসংখ্যান (বৎসর)	পশ্চিমবঙ্গ	ভারত	ভারতের স্থান	অন্যান্য রাজ্যের থেকে নিম্নে পশ্চিমবঙ্গ
জন্মের হার ২০১০	১৬.৮	২২.১	৪	কেরালা (১৪.৪), তামিলনাড়ু (১৫.৯), পাঞ্জাব (১৬.৬)
মৃত্যুর হার ২০১০	৬.০	৭.২	১	০
শিশুমৃত্যুর হার ২০১০	৩১	৪৭	৪	কেরালা (১৩), তামিলনাড়ু (২৪), মহারাষ্ট্র (২৮)
সম্পূর্ণ প্রজনন হার ২০১০	১.৯	২.৬	২	কেরালা (১.৭), তামিলনাড়ু (১.৭)
সদ্যজাত মৃত্যুর হার ২০০৯	২৫	৩৪	৪	কেরালা (৭), তামিলনাড়ু (১৮), মহারাষ্ট্র (২৪)
৫ বছরের নীচে শিশু হার ২০০৯	৪০	৬৪	৪	কেরালা (১৪), তামিল নাড়ু (৩৩), মহারাষ্ট্র (৩৬)
শিশুর জন্মকালীন মৃত্যুর হার ২০০৭-২০০৯	১৪৫	২১২	৫	কেরালা (৮১), তামিলনাড়ু (৯৭), মহারাষ্ট্র (১০৪), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩৪)

লোভের কবলে সরকারি সম্পত্তি

ম্যানগ্রোভ কেটে মেছোভেড়ি

অভিযুক্ত স্বয়ং প্রধান

মেহেবুব গাজী, নামখানা: সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছেই। রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা থেকে নামখানা সর্বত্র অবাধে চলছে ম্যানগ্রোভ নিধন। এবার নামখানার হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর চরে একরের পর একর ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলছে মেছোভেড়ি তৈরির কাজ। এই ভেরি তৈরি করতে গিয়ে প্রায় ২৫ একর জমির সুন্দরী, গরান, বানীর মতো ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নানান গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। একসময় সরকারি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে এই গাছ বসানো হয়েছিল। এই ঘটনায় এলকার বাসিন্দারা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। ইতিমধ্যে স্থানীয় বিডিও, বনদফতর-সহ জেলা প্রশাসনের কাছে বেআইনি কাজ বন্ধের আবেদন করেছেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ সম্পর্কে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নামখানায় ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। পরিবেশ দিবসের আগের দিন গত ৪ জুন নামখানার দক্ষিণ চন্দনপিঁড়িতে ম্যানগ্রোভ ধ্বংসের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হয়েছিলেন স্থানীয় যুবক সুশান্ত ভুঁইয়া। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল এক অভিযুক্ত। সেই ঘটনার তদন্তে চরের অবস্থান নারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকার ঈশ্বরীপুর মৌজায়। এই চরের কয়েক'শো একর জমিতে একসময় সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে নানান ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাথরপ্রতিমাতে সালিশিসভা ডেকে দম্পতিকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নামখানার পর এবার পাথরপ্রতিমা। সুন্দরবন জুড়ে সালিশিসভা চলছেই। এবারও মহিলার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে বলে গ্রামের মাতব্বররা সালিশিসভা ডাকে। সালিশিসভাতে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত মহিলাকে আটকে রেখে চলে প্রকাশ্যে মারধর। স্ত্রীকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন স্বামী। পরে ভোররাতে দম্পতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জখম দম্পতি ভর্তি পাথরপ্রতিমা ব্লক হাসপাতালে। গত বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার জি-প্লটে। এই ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত নির্যাতিতা মহিলার খুড়শ্বশুর ও তার পরিবারের সদস্যরা। এছাড়া গ্রামের শাসকদলের কয়েকজন মাতব্বর আছে। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মারধর ও শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করেছে। তবে এদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। সুন্দরবন জেলার পুলিশ সুপার তথাগত বসু বলেন, 'জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। সালিশিসভা বন্ধে লাগাতার প্রচার চালানো হবে।'

জি-প্লটের ঘড়ুই পরিবার কৃষিজীবী। এই পরিবারের প্রচুর জমিজমা রয়েছে। কিন্তু এই পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন। এই সুযোগে ঘড়ুই পরিবারের মধ্যে কেউ কেউ জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। ঘড়ুই পরিবারের এক ভাইয়ের স্ত্রী বাড়িতে থাকেন। কিন্তু মহিলার স্বামী ভিনরাজ্যে থাকেন। দিন পনেরো আগে মহিলার স্বামী বাড়ি ফেরেন। ঘড়ুই পরিবারের পানের বরজ আছে। বুধবার বরজ থেকে পান গুছিয়ে রাখছিলেন মহিলা ও এক কর্মী। এইসময় প্রতিবেশী কয়েকজন মহিলা ওই কর্মী যুবকের সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে অভিযোগ তুলে মহিলাকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে যায়। রাতে বসে সালিশিসভা। সেখানে উপস্থিত হয় গ্রামের বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাও। সবার উপস্থিতিতে মহিলাকে লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারের চোটে মহিলা একসময় বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। এইসময় মহিলার স্বামী প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধর করা হয়। প্রাণে মারার হুমকিও দিতে থাকে সভায় উপস্থিত মাতব্বররা। রাত বারোটা পর্যন্ত মধ্যযুগীয় এই বর্বরতা চলতে থাকে। ভোর রাতে দম্পতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বেলায় নির্যাতিত দম্পতি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

স্বামীর মৃত্যুর বিচার চান মহামায়াদেবী

আজাদ বাউল

গত ১৪ জানুয়ারি সংক্রান্তির দিন বেলুড়ের অমল রুদ্র (৪৫) ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে মোবাইলেও কোনও খোঁজ খবর না পাওয়ায় কন্যাকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী মহামায়া রুদ্র সারা এলাকা রাস্তা ঘাট চষেও খোঁজ পাননি স্বামীকে। এরপর বাধ্য হয়ে থানায় জানাতে তাঁরা বাধ্য হন। ঠিকাদার মোবাইলে জানান তাঁর স্বামী ভালো আছেন। চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু পরদিনই পরিস্থিতি বদলে যায়। ঠিকাদার সকালবেলায় জানায় তার স্বামী আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। মা-মেয়ে রাস্তার ধারে অমলবাবুকে মুখ থেকে গাঁজলা ওঠা অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বেলুড় হাসপাতাল তারপর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এবং অবশেষে কলকাতা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভরতি করেন। সেখানে অচৈতন্য অবস্থাতেই ২০ জানুয়ারি মৃত্যু হয় অমলবাবুর। নিঃসহায় মহামায়াদেবী বারংবার পুলিশের দ্বারস্থ হন। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে তাকে শান্তনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। এমনকী লিলুয়া থানার পক্ষ থেকে জানানো হয় যে

ওই এলাকায় দু ঘন্টা কোনও ব্যক্তি রাস্তায় পড়ে থাকলে পুলিশ খবর পেয়ে যায়। মহামায়াদেবী আলিপুর বার্তার মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন রাখতে চান সেদিন কেন ওই ঠিকাদার তাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। দ্বিতীয়ত লিলুয়া থানা কেন দু ঘন্টা বেশি সময় ধরে রাস্তায় পড়ে থাকা তার স্বামীর খোঁজ পেলেন না। এ ব্যাপারে লিলুয়া থানায় যোগাযোগ করা হলে ডিউটি অফিসার রাজু আইচ জানান তারা এ ব্যাপারে খতিয়ে দেখছে।

সেচ দফতরের জায়গায় অবৈধ ইঁটের ব্যবসা, ক্ষতিগ্রস্ত নদীবাঁধ

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলির বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডি-রায়পুর অঞ্চলে হুগলি নদীর বাঁধে যত্রতত্র উঁচু করে সাজিয়ে রেখে হাজার হাজার ইঁটের ব্যবসা হচ্ছে। এরফলে সেচ দফতরের নদীবাঁধ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আসন্ন বর্ষার সময় এলাকার স্থানীয় মানুষরা অভিযোগ করলেন, প্রতিবছরই বর্ষার সময় রায়পুর-বিড়লাপুর-বুড়ুল এলাকায় নদী বাঁধের সমস্যা দেখা যায়। গতবছর নদী বাঁধ ভেঙে বিশাল এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। নদীবাঁধের ওপর এভাবে বেআইনি ভাবে ইঁটের ব্যবসা চলায় নদীবাঁধ বসে যাচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে কড়া মনোভাব নিক। হাওড়া জেলা থেকে জলপথে নৌকা করে ইঁট আসছে, নদীর পাড়েই সেচ দফতরের জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ইঁটের ব্যবসা। এই প্রসঙ্গে ডি-রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপন রায় বলেন, গত বছর সেচ দফতর থেকে এই ব্যাপারে একটি অভিযান করা হয়েছিল। যেখানে মহকুমা শাসকও উপস্থিত ছিলেন। ইঁটের কারবারিরা সেইসব ইঁট সরিয়ে নিয়েছিল। বর্ষা কেটে যেতে আবার ব্যবসা শুরু হয়েছে। এই ব্যবসার জন্য সেচ দফতরকে কি কোনও অনুদান দেয় ব্যবসায়ীরা? তার উত্তরে প্রধান বলেন, না আলাদা কোনও অনুদান ব্যবসায়ীরা দেন না, শুধুমাত্র ব্যবসার জন্য পঞ্চায়েত থেকে ট্রেড লাইসেন্স নেয়। প্রধান বলেন, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই সেচ দফতরকে জানানো হবে। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, আমরা শীঘ্রই নদী বাঁধ পরিদর্শনে যাব।

DEROZIO MEMORIAL COLLEGE
RAJARHAT ROAD, KOL-136 (Near City Centre 2)
Admission Notice 2017
UGC Spon. B. Voc. Degree Programme: Broadcast Journalism, Printing & Book Publishing.
UGC Spon. Community College Scheme: Diploma in Photography & Video Production
Diploma in Web Designing & Development.
B. Sc.: HONS. (Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Comp. Sc., Economics) & General B. Com.: HONS. & GEN
B.A.:HONS. (Bengali, English, Political Science, Philosophy, Education, History) & General including Journalism & Film Studies.
Banking: Competency based learning course for career in Banking & Insurance services in partnership with INSTITUTION FOR BANK RECRUITMENT & TRAINING, MUMBAI. (4 Months)
CERTIFICATE COURSE: Beautician Course (6 Months)
For details visit website: www.dmc.ac.in Call: 9830551774,9433411868

মগডালে থাকা বাজারে কারেকশনের ভ্রুকুটি, ফুৎকারে ওড়াচ্ছেন বুলরা

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজার যখন মগডালে চড়ে থাকে , তখন কারও খেয়ালই হয় না মুনাফা ঘরে তুলে বাজারের সংশোধনীর জন্য অপেক্ষা করার কথা। পরে যখন সত্যি হুঁশ ফেরে তখন আর ফিরে তাকাবার সময় পাওয়া যায় না। হাতের কেনা শেয়ার তখন দুমদাম করে নিচে আসতে শুরু করে। অথচ যাঁরা নিয়ম মেনে লগ্নি করে থাকেন, অযথা ঝুঁকি নেওয়ার রাস্তায় হাঁটেন না, তাঁরা কিন্তু সব ধরনের পরিস্থিতিতেই ফায়দা তুলতে সক্ষম হন। দুঃখের বিষয় হল যাঁরা এই বাজারে নিয়মিত ট্রেড করেন তাঁদের মধ্যে ধৈর্য্য নামক বস্তুটাই নেই। এঁরা বেশি মনোনিবেশ করে থাকেন ফাটকাবাজিতে। মোটের ওপর এই শ্রেণির শেয়ার লগ্নিকারীদের জন্যই গড়পরতাভাবে সাধারণের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারনা গেঁথে গিয়েছে যে এই শেয়ার বাজার হল জুয়ার আড়ত। আদতে এটা যে সর্ব্বৈ মিথ্যা তা বলার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। এই বাজার থেকে তাঁদের টাকাই খোয়া যায় যাঁরা 'যদুবাবুমধুবাবু'দের কথায় শেয়ার কেনেন আগু পিছু না ভেবেই। ফলে পস্তাতেও হয় তাঁদের দারুণভাবে। ভুলভাল শেয়ার তো কেনা হয়ই, পাশাপাশি এমন দামে সব কেনা হয় যা সর্বোচ্চ অবস্থানের কাছাকাছি। আর যাঁরা মাথা খাটিয়ে বা প্রকৃত বিশেষজ্ঞের সাহায্যে এই বাজারে ট্রেড করে থাকেন মালামাল হতে তাঁদের কিন্তু বেশি সময় লাগে না।

শেয়ার বাজার অনেকটা সমুদ্রের মতো। এখানে যা কিছু ভেসে যায় তা আবার ফিরেও আসে জলপ্রবাহের মতোই। অর্থাৎ কোনও সেক্টর হয়তো বেশ কিছুদিন ধরে একেবারে তলানিতে তলিয়ে যেতে পারে। বহু মানুষের কষ্টের অনেক টাকা তাতে নিমজ্জিত থাকতে পারে, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে তা আবার ফেরতও আসে অভাবনীয়ভাবে। এমন নয় যে ২ টাকা, ৫ টাকা হয়ে যাওয়া শেয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু

অর্থনীতি

এমন ভুরি ভুরি নজির আছে যেখানে ২০০ টাকার শেয়ার ৪০–৫০ টাকা হয়ে যাওয়ার পর তা আগের দামে তো ফিরে গিয়েছেই, অনেকক্ষেত্রে সেই দামকেও অতিক্রম করেছে। এটাই শেয়ার বাজারের মহিমা। এমন নজির অন্য কোনও বাজারে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ আছে। তার মানে এই নয় যে সেক্টর নিচে পড়ে আছে তা ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনতে হবে। বরং অপেক্ষা করতে হবে সেই সেক্টরের প্রত্যাবর্তনের জন্য। এই যেমন ফার্মা সেক্টর। দীর্ঘদিন যে ওষুধ কাউন্টার ভারতের বাজারে নেতৃত্ব দিয়েছে তা গত ২ বছর ধরে রীতিমতো ধরাশায়ী।

নিফটি কোন জায়গা থেকে আপাতত কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ৯৫২৫ থেকে ৫ দিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছিল ৯৩৫০–র কাছে। এক্ষেত্রে ১৭৫ পয়েন্ট কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই কদিনে। তাহলে মাত্র ২ শতাংশ কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই বাজারে। শেয়ারবিদদের এও বক্তব্য, এই ২–৩ শতাংশ সংশোধনী বুঝিয়ে দিয়েছে কতটা গনগনে মেজাজে রয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার। এরপর ৫ শতাংশ কারেকশনও হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিছু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে।

এত কারেকশনের গল্পগাছার মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো বহু রসদ রয়েছে। যার মধ্যে ভালো বর্ষার পূর্বাভাস, জিএসটি পাশ হতে চলা, মুডিজ ও মর্গ্যান স্ট্যানলির ভারতের বাজার সম্পর্কে আশাবাদী মনোভাব পোষণ করা, কেন্দ্রের সংস্কারের পথে থাকার অঙ্গীকার করা ইত্যাদি এমন বহু তথ্য সামনে আছে যা বাজারকে কিছুতেই নিচে আসতে দিচ্ছে না। সেক্ষেত্রে হয়তো ১০ হাজারের শৃঙ্গ ছোঁয়ার পরে কারেকশনে যাওয়ার নাম নেবে অর্থ বাজার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০১৭

মেষ : প্রেম প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভ। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করবেন। কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন।

বৃষ : বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায় খুব বেশি লাভবান হতে পারবেন না। দূর ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভবনা বেশি।

মিথুন : ক্রোধকে সামলিয়ে চলার চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে, উচ্চ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সময়টি শুভদায়ক। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। শরীর ভাল যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে।প

কর্কট : শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভদায়ক, আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত বাধা আসবে। দায়িত্বমূলক কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ হবে।

সিংহ : মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে সতর্ক থাকবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনার বদনাম হয়ে যাবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারক থেকে সাবধান থাকতে হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

তুলা : উচ্চমার্গের ব্যক্তির সহায়তা পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবেন। শরীর মাঝে মাঝে খারাপ হবে। সাবধান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : অর্শ, আমাশয় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে। আধ্যাত্মিকতায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। পিতার মাতার পক্ষে সময়টি শুভ।

ধনু : খাওয়া দাওয়া অতি সতর্কে করতে হবে। হজমশক্তির গোলমাল, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, নাড়ী ঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নূতন কিছু না করাই ভালো। লেখাপড়ায়, সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর : ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মদ্যেও সফলতা পাবেন। নূতন নূতন যোগাযোগ আসবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শত্রুতার যোগ রয়েছে। কাজের জায়গায় যশ ও সুনাম বজায় থাকবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় ক্ষতি। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। প্রবল শত্রুতার যোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে কাজে নামতে হবে।

মীন : শিল্প কলায় পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সুনাম, যশ বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটবে, ভ্রমণ যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে। ক্রোধ সংযম রাখতে হবে। স্ত্রীর চাকরির যোগ রয়েছে।

আয়কর দফতরে দক্ষ খেলোয়াড়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাল্টি টাস্কিং স্টাফ, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টর পদে ৫৭ জন দক্ষ খেলোয়াড় নেবে কেন্দ্রের আয়কর দফতর। নিয়োগ হবে দিল্লি রিজিয়নের অফিসে। ২ বছরের প্রবেশন।

শূন্যপদের বিবরণ : মাল্টি টাস্কিং স্টাফ : ২৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট : ১৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটারে ঘন্টায় ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনের দক্ষতা থাকতে হবে। ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর : ৯টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক।

খেলাধূলার যোগ্যতা : সব পদের ক্ষেত্রেই অলিম্পিক্স, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন শিপ বা এশিয়ান গেমস বা কমনওয়েলথ গেমস বা অ্যাফ্রো এশিয়ান গেমস বা সাফ গেমস বা সমতুল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অথবা ন্যাশনাল গেমস বা ন্যাশনাল ফেডারেশন গেমস বা সমতুল রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। ১–৪–২০১৩–র পর আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা আবেদনের যোগ্য।

নিয়োগ করা হবে এই সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে : অ্যাথলেটিক্স, কবাডি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ভলিবল, বাস্কেট বল, লন টেনিস, ক্রিকেট, চেস, সুইমিং, বডি বিল্ডিং এবং হকি।

বয়স : ১০–৬–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০ বছর) মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা । গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা। ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা এবং মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং খেলাধূলার যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউ এবং প্রফিশিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের ময়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : 'APPLICATION FOR THE POST OS INSPECTOR/TAX ASSISTANT/MULTI TASKING STAFF UNDER SPORTS QUOTA. NAME OF THE SPORT.....' শূন্যস্থানে যে ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য আবেদন করছেন তার নাম লিখে দেবেন। দরখাস্ত ডাকে ৩০ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Asstt. Commissioner of Income-tax (Hqrs-Personnel) (Non Gazetted), Room No. 378, C. R. Building, I. P. Estate, New Delhi- 110 002.

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

● প্রার্থীর এক কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।

● বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল।

● আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব গেমসের সেক্রেটারি এবং জাতীয়স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ফেডারেশন অব গেমস বা স্টেট অ্যাসোসিয়েশন অব গেমসের সেক্রেটারির থেকে পাওয়া স্পোর্টস সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।

● কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলগুলিতে ১৭৪৯ প্রধানশিক্ষক–শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২৭ জুন বিকেল ৫টার মধ্যে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ১,৭৪৯ জন প্রধানশিক্ষক ও প্রধানশিক্ষিকা নিয়োগ করবে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতর।

প্রার্থী বাছাই করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন, প্রথম রাজ্যস্তরের পরীক্ষার (ফার্স্ট স্টেট লেভেল সিলেকশন–টেস্ট) মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত ও পেশাদারি যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ পরে কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে জুন বিকেল ৫টার ধ্যে।

অঞ্চল অনুসারে শূন্যপদ : পূর্বাঞ্চল (বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি) : ৪৩১টি। উত্তরাঞ্চল (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি–দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, আলিপুরদুয়ার) : ৩৩৩টি। দক্ষিণাঞ্চল (হাওড়া, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : ৩০৪টি। পশ্চিমাঞ্চল (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর) : ৪১৭টি। দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চল : (নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা) : ২৬৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সেইসঙ্গে এনসিটিই কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিটি বা বিএড ডিগ্রি অথবা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং থাকতে হবে।

নম্বর–সংক্রান্ত এই সংশোধনী প্রকাশের আগে জুনিয়র হাই বা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে প্রধানশিক্ষক বা প্রধানশিক্ষিকা পদে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নম্বর সংক্রান্ত উপরোক্ত শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

অভিজ্ঞতা : ২৭ জুন ২০১৭ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনও উচ্চমাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বা জুনিয়র হাই স্কুলে ধারাবাহিক ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ৫৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত ও পেশাদারি যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

লিখিত পরীক্ষা ৬০ নম্বরের। শিক্ষাগত ও পেশাদারি যোগ্যতার জন্য সর্বাধিক বরাদ্দ নম্বর ২৮। ১০ বছর পর্যন্ত শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য কোনও নম্বর বরাদ্দ নেই। ১০ বছরের বেশি এবং ২০ বছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য বরাদ্দ নম্বর ৩। ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতার জন্য সর্বাধিক বরাদ্দ নম্বর ৫। পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য বরাদ্দ ৭।

মাধ্যম অনুসারে বাছাই প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে কমিশনের ওয়েবসাইটে। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়োগের জন্য তৈরি মূল প্যানেল ছাড়াও মাধ্যম অনুসারে একটি ওয়েটিং লিস্ট তৈরি হবে। এই তালিকাটিও কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। প্যানেল ও ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী ১ বছর অথবা পরবর্তী পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মধ্যে যে তারিখটি আগে হবে, সে পর্যন্ত তালিকাই বৈধ থাকবে। পুরুষ প্রার্থীরা মেয়েদের স্কুলের জন্য মনোনীত হবেন না।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের

কাজের খবর

মাধ্যমে : www.westbengalssc.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ দিন ২৭ জুন।

অনলাইন দরখাস্তে নিয়োগ পাওয়ার জন্য পছন্দের অঞ্চল জানিয়ে দিতে হবে।

স্নাতকের নম্বরের পারসেন্টেজ নির্ণয়ের জন্য শুধু অনার্সের নম্বর বা পারে নম্বর অথবা অনার্স; ও পাসের মোট নম্বর গণ্য হতে পারে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১,০০০ টাকা (সঙ্গে ব্যাঙ্ক চার্জ বাবদ ৫ টাকা)। শুধু তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা (ব্যাঙ্ক চার্জ বাবদ লাগবে অতিরিক্ত ৫ টাকা)।

অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থায় ফি জমার পরে কমিশনের ওয়েবসাইটে ই–রিসিপ্ট পাওয়া যাবে। সেটির প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

চালানের মাধ্যমেও এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়া যাবে। চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার ২৪ ঘন্টা পরে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কোনও শাখায় ফি জমা দিতে হবে। চালানের কপিতে জার্নাল নম্বর, তারিখ এবং সিলমোহরের ছাপ আছে কিনা দেখে নেবেন। ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়া যাবে ৩০ জুন পর্যন্ত।

সহজ তথ্যমিত্র কেন্দ্রের মাধ্যমেও অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

দরখাস্তের প্রার্থীর একটি রঙিন ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। সাদা কাগজে ফটো সেঁটে তার নীচে সাদা কাগজের ওপরেই সই করবেন। এবার সই–সহ ফটো স্ক্যান করার পর সেভ করবেন। এটি নির্দিষ্ট জায়গায় আপলোড করতে হবে। সই সহ ফটোর ফাইল সাইজ হতে হবে ১০ থেকে ৩০ কেবি–র মধ্যে। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন আইডি সহ সেটির প্রিন্ট আউট নেওয়া যাবে। ব্যাঙ্কে ফি জমা দেওয়ার ৪৮ ঘন্টার পরে পেমেন্ট স্টেটাস–সহ দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। রেফারেন্সের প্রয়োজনে নিজের কাছেই রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট : www.westbengalssc.com লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকেই। প্রতি শুক্রবার এই ওয়েবসাইটটি অবশ্যই দেখবেন। এ দিনগুলিতে নতুন ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

কমিশনের আঞ্চলিক অফিসগুলির ঠিকানা : (1) W. B. Central School Service Commission "Acharya Sadan", Salt Lake, EE–II & 11/1, Bidhannagar, Sector–II, Kolkata–700 091. Ph : (033)2321–4550. (2) W.B. Regional School Service Commission (Eastern Region), MBC Institure of Engineering & Technology Campus, Sadharpur, P.O. & Dist : Burdwan, Pin–713 101, Ph : (0342)2625596. (3) W. B. Regional School Service Commission (Northern Region), Govt Teacher"s Training College Hostel (Ground Floor), P.O. Makdumpur, Dist : Malda, Pin 732 103 Ph : (03512)278014.

(4) W.B. Regional School Service Commission (Southern Region), 84, Sarat Bose Road, Kolkata 700 026, Ph. : (033)2485–1415. (5) W. B. Regional School Service Commission (Western Region), Acharya Bhavan, Machantala, P.O. & Dist. : Bankura, Pin 722 101, Ph. : (03242)255495. (6) W. B. Regional School Service Commission (South–Eastern Region), Zilla Parishad Bhavan (Annex Building), 1st Floor, Rishi Bankim Sarani, P.O. Barasat, Dist : North 24 Parganas, Pin : 700 124, Ph : (033)2584 1060.

Help Line Phone No. For Application Form Fillup related Queries : (033)2321 4550, 90511 74600, 98304 54218.

শব্দবার্তা ৩৪

	১	২		৩		৪	
৫				৬			
৭							
					৮		৯
১০	১১						
			১২		১৩		
১৪							
			১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নজরানা, উপহার ৬। নতুন রবিশস্য ৭। শব্দের বুৎপত্তিগত বা মূল অর্থের বিচার ৮। সংহার, বধ ১০। তা থেকে পৃথক, তদ্‌ভিন্ন ১২। বর্ষার বৃষ্টি ১৪। সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ১৫। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

উপর–নীচ

২। 'শক্তি'–র কোমল রূপ ৩। আদেশপত্র ৪। (আল.) বিনা খরচায় ৫। '— ভগ্নাংশ' ৯। সংযুক্ত ১১। যুদ্ধযাত্রা ১২। জমাট বাঁধা জল ১৩। বিস্ফোরক মশলা বিশেষ।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৩

পাশাপাশি : ১। টাকার কুমির ৫। জবাব ৭। যজমান ৯। পরাভব ১১। লহরি ১২। আদব কায়দা।

উপর–নীচ : ২। কুভোজন ৩। পঞ্চপান্ডব ৪ খোঁজ ৬। বকরা ৭। যকের ধন ৮। মাতুল ৯। পরিভব ১০ ভরা।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ভুয়ো ডাক্তার ধৃত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : শহর থেকে গ্রাম। সারা রাজ্যে ভুয়ো চিকিৎসকদের জালিয়াতি চলছে। রেজিস্ট্রেশন নম্বর জাল করে যে যার ইচ্ছে মত রোগীদের ঠকিয়ে রোজগার চালিয়ে গেছে বিগত কয়েক বছর ধরে। বিভিন্ন জায়গায় ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের রাধানগর থেকে ধরা পড়ল মহম্মদ জাফর নামে এক ভুয়ো ডাক্তার। জানা গেছে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করে চালিয়ে যাচ্ছে জালিয়াতি। লেটার প্যাডে লেখা এমবিবি, এসডিআইএএম(এএম)। হাতে লেখা রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৯৩৬ অল্টারনেটিভ মেডিসিন। মহম্মদবাবু কোথায় কোথায় বসতেন সেটারও উল্লেখ রয়েছে লেটারপ্যাডে। তিনি বসতেন হেলথ ক্লিনিক (চৌবাগা), হেলথ পয়েন্ট (রাধানগর সোনারপুর), জেঅ্যান্ডবি, শিতলা মোড় (সোনারপুর), রেসিডেন্স (চৌবাগা)। দেওয়া রয়েছে দুটি ফোন নম্বরও। মহম্মদবাবু কলকাতার বাসিন্দা। সোনারপুরে এসে রাধানগরে ডাক্তারি ব্যবসা ফেঁদে বসেন। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন গত ১০ জুন। পরের দিন বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে তাকে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। জেরায় দোষ কবুল করেছে মহম্মদ।

দুর্ঘটনায় মৃত অটোচালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিন ২৪ পরগনায় বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও ওভারটেক চলছে প্রতিদিনই। সম্প্রতি আর এক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক অটো চালকের। ঘটনাটি ঘটে নরেন্দ্রপুরে ডাবরের মোড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায় গড়িয়াগামী একটি টাটাসুমো প্রচন্ড গতিতে আসছিল বারুইপুর থেকে। আর একটি অটো যাচ্ছিল গড়িয়া থেকে বারুইপুরের দিকে। দুপুর বেলা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় অটোর সঙ্গে টাটাসুমোর। সুভাষগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয় অটোচালক গোপাল চক্রবর্তীর(২৮)। তিনি ডানকুনির বাসিন্দা। সোনারপুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। এই অটোটি ছিল গড়িয়া মেট্রো ইউনিয়নের। অটোতে থাকা পাঁচ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি তিনজনকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্য একজনকে দেবী শেঠীতে ভর্তি। সোনারপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে টাটাসুমোর চালককে। টাটা সুমোটিকে আটক করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল হাসপাতালে না আসায় ক্ষোভ দেখা গেল অটো কর্মকর্তাদের মধ্যে।

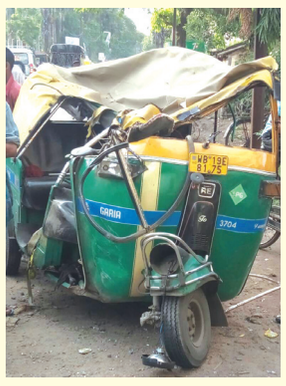

ধৃত তিন দেহব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরের শিবতলা এলাকায় সুমিতা করের বাড়িতে লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক দিন থেকে চলছিল দেহ ব্যবসা। সুমিতা জানায় ফোনের ডাকে এখানে আসা যাওয়া করত ২২ থেকে ২৪ বছরের যুবতীরা। পাড়ার বাসিন্দারা বহুবার ক্লাবের ছেলেদের ও সোনারপুর থানায় অভিযোগ করে আসছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত শনিবার রাতে এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা ওই মহিলার বাড়িতে চড়াও হয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে দুই যুবতীকে। দুজন যুবক চম্পট দেয়। এরপর বাসিন্দারা দরজায় তালা দিয়ে সোনারপুর থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে ওই দুজন যুবতী সহ মালকিন সুমিতাকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। পুলিশ চলে যাবার পর এলাকার বাসিন্দারা সুমিতার বাড়ি ভাঙচুর চালায়।

কুপিয়ে খুন তৃণমূল কর্মীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার : কুপিয়ে ও পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হল তৃণমূল কর্মী এসপর পাইককে (৪৫)। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ রামনগর থানার কুশবেড়িয়ার কাছে ঘটনাটি ঘটে। নিহত কর্মী স্থানীয় পারুলিয়া কোস্টাল থানার হরিদেবপুরের বাসিন্দা। এই ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যে পর্যন্ত ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিহতের ছেলে সাদ্দাম পাইক। এই ঘটনায় রাজনীতির রঙ লেগেছে। অভিযুক্তরা সিপিএম আশ্রিত বলে দাবি পরিবার ও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। তবে সিপিএম নেতৃত্ব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান পুরনো শত্রুতার জেরে এই খুনের ঘটনা। নেপথ্যে জমির দালালি ও মাটি ভরাটের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে বলেও অনুমান। বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে জুয়া খেলা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছিল বলে পুলিশ একটি সূত্রে জানতে পেরেছে।

এসপর একসময় কংগ্রেস করতেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে এসপর হেরে যান। সিপিএমের দখলে পঞ্চায়েতের এই আসনটি। কিন্তু এই গ্রামে দুই পাড়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের গন্ডগোল। মাস ছয় আগে হরিদেবপুরের সেখ পাড়ায় একটি ফুটবল ম্যাচ ও জলসা ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে। সেখ পাড়ার ও ফকির পাড়ার মধ্যে

এসপর পাইক

ব্যাপক বোমাবাজি হয়। চলে গুলি। সেই গুলিতে এক কিশোর জখম হয়। তারপর থেকে দুই পাড়ার মধ্যে গন্ডগোল লেগে থাকে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে বোমাও উদ্ধার করেছিল। এই দুই পাড়ার গন্ডগোল এসপর এক পাড়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তখন থেকে এসপর টার্গেট হয়ে যায়। প্রতিদিনের মত এসপর স্থানীয় মাথুরে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলেন। তাস খেলে রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি ফেরার জন্য বেরিয়ে আসেন এরপর। বাইকে একাই ছিলেন তিনি। বাইক কুশবেড়িয়ার কাছে আসার পর কয়েকজন দুষ্কৃতী এসপরকে আটকায়। বাইক থেকে নামিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ দিতে থাকে। তারপর খুব কাছ থেকে পর পর ৩টি গুলি করে। এসপরের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে অনুমান। শুক্রবার ভোরে স্থানীয় বাসিন্দারা এসপরের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। দেহ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সন্দীপ সেনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ গ্রামে ঢোকে। গ্রামে পুলিশ মোতায়েন আছে।

স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার বলেন, 'এসপর দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। উন্নয়নের কাজ করতে গিয়ে টার্গেট হয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তদন্ত করে দ্রুত বাকিদের গ্রেফতার করুক।' ডায়মন্ড হারবার সিপিএম লোকাল কমিটির সম্পাদক শিবপ্রসাদ মণ্ডল বলেন, 'এই খুনে কোনও রাজনীতি নেই। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে তা প্রমাণিত হবে।'

বোমা ফেটে জখম শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত সোমবার সকল ৮টায় আকাশের মেঘ কালো হয়ে ছিঁটে ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার আগে বৃষ্টির জলে স্নান করতে পাশে দেবব্রত রায়ের বাড়ির ছাদে উঠেছিল ভোলা দাসের ছেলে নার্সারির ছাত্র ছোট্ট শ্যাম সুন্দর দাস। ছাদে রাখা ছিল গামলা ভর্তি বোমা। খেলার ছলে নাড়াচাড়া করতেই বিকট বিস্ফোরণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় শ্যামের শরীর। কেঁপে ওঠে বাড়িঘর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার দক্ষিণ রামচন্দ্র খালি গ্রামে। শিশুটি এখন কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনাস্থলে আসে বাসন্তী থানার পুলিশ। ছাদ থেকে উদ্ধার হয় আরও ২টি বোমা। দেবব্রত রায়কে আটক করে পুলিশ। কি ভাবে ছাদে বোমা এল কারা ছাদে বোমা রাখল এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাসন্তীতে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বুধবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিমুলতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে খড়ের গাদা থেকে ১১টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। বাসন্তী থানার ওসি সুভাষচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতায় দিনমজুরির কাজ করা মজিত মোল্লার বন্ধ বাড়ির পাশের খড়ের গাদা থেকে পাওয়া ১১টি তাজা বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করে দেয় পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

গ্রামীণ সড়ক সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ জুন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সারা রাজ্যে ১৮০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়কের উদ্বোধন হল। সেই সূত্র ধরে বজবজ–২নং ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রামীণ সড়ক সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়। সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চক বাঁশবেড়িয়া ইদগাহর কাছে একটি ২০০০ ফুট রাস্তার উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েতের প্রধান টুটু সাহা। উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান আফসার দরজি সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা বাগ ও সদস্যা রুনা দাস সাঁতরা। ডি রায়পুর ও সাউথ বাওয়ালি পঞ্চায়েত এলাকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক অশোক দেব। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় ও বিডিও।

বর্ষা আসছে, ইলিশের কাউন্ট ডাউন শুরু

মেহেবুব গাজী

''বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ''— লোপামুদ্রার এই গান থেকে বুঝতে পারা যায় বর্ষার মরসুমে এই ''রুপোলী ফসল'' ইলিশ মাছ বাংলার মনে ও প্রাণে জড়িয়ে আছে। আর তাই সব বাঁধাকে অতিক্রম করে পাড়ি দেয় মৎস্যজীবীরা নীল দিগন্ত সমুদ্রের দিকে ওই রূপোলী ফসলকে ধরার জন্যে। স্ত্রী পুত্র থেকে পরিজন সবাই ছেড়ে পাড়ি দেয় গভীর সমুদ্রে। একটানা ১৭ দিন পর মাছ ধরার পর কেউ বাড়ি ফেরে, আবার জলদস্যু থেকে গভীর সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায় আমরা শুনতে পাই। এতকিছু সত্ত্বেও সমস্ত ভয়কে জয় করে বাঙালির পাতে ইলিশ তুলে দেয় এই মৎস্যজীবীরা।

বর্ষা মানেই বাঙালির প্রিয় ইলিশ। আর এই ইলিশের সন্ধানে সাগরে পাড়ি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি সারা। এক সপ্তাহ ধরে নামখানা, কাকদ্বীপ সহ নানা ঘাটে মৎস্যজীবী ট্রলারগুলো সমস্ত উপকরণ নিয়ে প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে। বিভিন্ন ঘাটগুলোতে গেলে এখন ট্রলারের সারি চোখে পড়বে। গত দুমাস ধরে অনেকেই মেরামতির কাজ শেষ করেছেন। ট্রলারগুলোতে পড়েছে নতুন রঙের পোচ। বুধবার রাতে থেকেই গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার ট্রলার। পাড়ি দেওয়ার আগে ট্রলারগুলোতে পুজো দিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। গঙ্গাপুজো দিয়ে বেরিয়ে পড়বেন মৎস্যজীবীরা। আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের জন্য তেল, খাবার নিয়ে প্রতি ট্রলারে প্রায় ১৫ থেকে ১৯ জন মাঝি ও মৎস্যজীবী শ্রমিক বেরিয়ে পড়বেন। দুমাস মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা

ইলিশ ধরতে যেতে হবে সাগরে। প্রস্তুতি চলছে কাকদ্বীপে।

থাকায় অনেক মৎস্যজীবী শ্রমিক সমস্যায় ছিলেন। কিন্তু মাছ ধরা শুরু হয়ে গেলে আবার রোজগার হবে এই ভেবে খুশিতে টগবগ করছেন। তবে মৎস্যজীবী পরিবারের মহিলারা এইসময় স্বামীর কল্যাণে অশৌচ পালন করেন। স্বামী সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ঘরে ফিরলে তবেই অশৌচ ভঙ্গ করেন। দীর্ঘদিন ধরে মৎস্যজীবীদের গ্রামে এই রেওয়াজ চলে আসছে।

গত ২ মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে আগামী শনিবার থেকে। ওইদিন থেকে মৎস্যজীবী ট্রলারগুলো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা শুরু করবে। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের মরসুম শুরু হচ্ছে ওই দিন থেকে। আগামী ৮ মাস ধরে চলবে এই মরসুম।

ইতিমধ্যে বাংলায় বর্ষা ঢুকে গিয়েছে। সাগরের আবহাওয়াও মেঘলা। শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যা ইলিশ ধরার উপযুক্ত আবহাওয়া বলছেন মৎস্যজীবীরা। তবে নিম্নচাপের পূর্বাভাস থাকায় কিছুটা আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে নিম্নচাপের সেই আগাম সতর্কতা এখনও মৎস্যজীবীদের কাছে আসেনি। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেই মৎস্যজীবীরা সাগরে মাছ ধরা শুরু করবেন। সেই প্রস্তুতি সারা। বরফ, তেল, খাবার নিয়ে মৎস্যজীবীরা তৈরি। আগামী সপ্তাহ থেকে বাঙালির পাতে পড়বে সামুদ্রিক মাছ। ইলিশও মিলতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।' আপামর বাঙালি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে তখন এই মৎস্যজীবীরা অন্ধকারে ট্রলারের আলো জ্বালিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে। সারা বছর অভাবে কাটলেও এই কটা মাস দুটো পয়সার মুখ দেখতে পায় নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে। তাদের গলায় একটা কথা শোনা যায় ''আমরা হারবো না, এগিয়ে নিয়ে যাব বাঙলাকে। ইলিশ ঝোলে রাখব।''

মহানগরে

তারকবাবুর নিকাশি আশ্বাস পরীক্ষার মুখোমুখি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্ঘন্ট মানলে গত ৮ জুন ছিল দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসার দিন। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালি আচরণে সে বহু দূরে বন্দি ছিল। দীর্ঘকালের রেওয়াজ ভেঙে গত ১২ জুন একই সঙ্গে বর্ষা ঢুকে পড়ল দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী বিভিন্ন জেলায় ''মৌসুমি বায়ু পৌঁছে গিয়েছে। ফলে আকাশ মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। বর্ষার বৃষ্টি নেমেও পড়েছে। অন্যদিকে কলকাতা পুরসংস্থার মেয়র পারিষদ, তারক সিংহের নেতৃত্বে নিকাশি দফতরের তৎপরতা সেই বৃষ্টির জল কত দ্রুত সম্ভব মহানগরের পথ থেকে বের করে দেওয়া। গত এক দশকে কলকাতা মহানগরের ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রিটিশ আমলে গড়া ইটের নালা অনেক জায়গায় বড়ো রকমের বদল হয়েছে। আবার আধুনিক ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা শহরের আরও

অনেক এলাকায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হালকা থেকে ভারী বর্ষায় দীর্ঘক্ষণ জলবন্দি হয়ে থাকার সমস্যা থেকে শহরকে পুরোপুরি মুক্তি দেওয়া যায়নি। পুরসংস্থা গত ছ'বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কলকাতা মহানগরকে বরোভিত্তিক ৪৫টি এলাকাতে দীর্ঘক্ষণ জল জমার সম্ভাবনার নিরিখে সেই এলাকাগুলিকে 'রেড জোন' বলে চিহ্নিত করেছে। এবারের বর্ষায় জল নিকাশে পুর নিকাশি দফতর যে অতিরিক্ত উদ্যোগগুলি নিয়েছে সেগুলি হল, ভেঙে পড়া গাছ দ্রুত রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা ও কিছু রাস্তা এবং গালিপিট দিনে দু'বার পরিষ্কার করা।

এই ৪৫টি এলাকার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুরো মাত্রায় বর্ষা শুরুর আগেই ম্যানহোলগুলি পরিষ্কার করা হবে এবং প্রতি সাতদিন অন্তর সেগুলি সংস্কারের কাজ করা। আর নালাগুলি মহানগরকে ঘিরে থাকা যে কমবেশি ২৫টি খাল ও ৭৩টি পাম্পিং স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত সেগুলিরও সংস্কার প্রায় শেষ পর্যায়। নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারকবাবুর বক্তব্য শহরের ৭৩টি সচল পাম্পিং স্টেশনে মোট পাম্পের সংখ্যা ৩৮৬টি। স্ট্যান্ডবাইয়ে থাকা ৫–৭টি যে খারাপ পাম্প আছে সেগুলিও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারিয়ে তোলার কাজ চলছে। পুর নিকাশি দফতরের বক্তব্য, মহানগরকে ঘিরে থাকা ২৫টি নিকাশি খালগুলির পলি মুক্ত করে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বর্ষা পুরো মাত্রায় নামলে কয়েকটি এলাকায় সংস্কারের কাজ হবে। কারণ বর্ষার জলের ঢেউয়ে খালের মধ্যভাগের পলি নিষ্কাষণ সহজ হয়।

এদিকে বর্ষা মোকাবিলায় শহরের ১১টি জায়গায় বৃষ্টিপাতের হিসেব ১৫ মিনিট অন্তর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। যে জায়গাগুলি বৃষ্টিপাতের হিসেব দেবে সেগুলি হল : চিংড়িঘাটা, তৃণমূল ভবন, বালিগঞ্জ, পাটুলি, রতনবাবুর খাল, বেলেঘাটা, জোড়াব্রিজ, বেহালা ফ্লাইং ক্লাব, জোকা, গার্ডেনরিচ। বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে এই বছর থেকে যে এলাকায় যাঁর পাম্প চালানোর কথা, তাঁর মোবাইল নম্বর থাকবে পাম্প হাউসের সামনে। গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় জোয়ার–ভাঁটার সময় জানানো হবে। পুর সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে বৃষ্টির জল বেরোনোর জন্য মূল রাস্তা হল, শহর জুড়ে থাকা বড়ো মাপের ১২টি খাল। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ জুড়ে থাকা সেসব খালের মাধ্যমে শহরের জল বের হয়। খালগুলি হল : বেলেঘাটা খাল, চড়িয়াল খাল, মণিখালি খাল, পর্ণশ্রী খাল, বেগোর খাল, টাউন হেডকাট খাল, কেওড়াপুকুর খাল, রেনিয়া খাল, সাউথ সুবার্বান খাল ইত্যাদি। প্রসঙ্গত পুর এলাকার অধিকাংশ খালই সেচ দফতরের অধীন।

৪৫টি 'রেড জোন' (বন্ধনীতে ওয়ার্ড নম্বর)

বরো নম্বর	রেড জোন
১	দমদম রোড (২), বেলগাছিয়া বস্তি (৩) এবং খেলতেবাবু লেন (৫)
২	সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট (১৬) এবং হরি ঘোষ স্ট্রিট (১৫)
৩	বাগমারি রোড মানিকতলা আন্ডারপাস (৩১–৩২) এবং হরমোহন ঘোষ লেন (৩৫)
৪	কেশব সেন স্ট্রিট (৩৮), সুকিয়া স্ট্রিট (২৭) এবং রবীন্দ্র সরণি (৩৯)
৫	সিআর অ্যাভেনিউ নিকটবর্তী মহম্মদ আলি পার্ক (৪০), পটুয়াটোলা লেন, কলেজ রো এবং ব্রেবোর্ন রোড (৪২)
৬	চাঁদনি মেট্রো স্টেশন (৪৬), আলিমুদ্দিন স্ট্রিট এবং রিপন স্ট্রিট।
৭	তিলজলা লেন (৬৫) এবং বালিগঞ্জ পার্ক (৬৫)
৮	পদ্মপুকুর রোড (৬৯) দেশপ্রিয় পার্ক (৮৭ ও ৯০) এবং পঞ্চাননতলা লেন (৯০)
৯	আলিপুর পার্ক লেন (৭৪) এবং বডি গার্ড লেন
১০	বোসপুকুর রোড ব্যাঙ্ক প্লট (৯১), কমলা পার্ক এবং ঢাকুরিয়া স্টেশন রোড
১১	ব্যাঙ্ক প্লট (১০৪), ঝিল রোড (১১০) এবং বিবেকানন্দ পার্ক (১১৩)
১২	ঘোষপাড়া (১০৫), শরৎ পার্ক (১০৬) এবং পূর্বালোক
১৩	এসএন রায় রোড, ইস্ট পার্ক (১১২) এবং সুকান্ত পল্লি (১২২)
১৪	আম্বেদকর পার্ক, জয়শ্রী পার্ক ও সেন পল্লি (১২৯)
১৫	কারবালা রোড (১৩৯) এবং বেহালা কলোনি পোস্ট অফিস লেন (১৩৯)
১৬	বড়িশা লাইব্রেরি নিকটবর্তী দ্বাদশ মন্দির স্কুল (১২৬), বকুলতলা রোড নিকটবর্তী দত্তের মাঠ (১২৬) এবং তালপুকুর রোড নিকটবর্তী লোকনাথ ভবন (১২৬)

শতকোটি প্রণাম

৯২তম মৃত্যু দিবসে গত ১৬ জুন স্মরণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভে পুরসভার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন চেয়ারম্যান মালা রায়। সঙ্গে ছিলেন বৈশ্মানর চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

জুলাইয়ে মুক্তি বিপজ্জনক বাড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের বিপজ্জনক থেকে অতি বিপজ্জনক বাড়ির স্থায়ী সমাধান আর এক পক্ষকাল পরেই হতে চলেছে। পুর কর্তৃপক্ষ আগামী পয়লা জুলাই থেকে শহরের বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করে দেবে। পুর কর্তৃপক্ষ কীভাবে কলকাতা পুর আইনের ৪১২–এর ধারা প্রয়োগ করবে। তার সাড়ে তিন পৃষ্ঠার একটি রূপরেখা তৈরি করে গত ১৪ জুনের পুর অধিবেশনে গৃহীত হয়। মহানাগরিক এদিন বলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যেই এই বিলটি পুর ও নগরোন্নয়নের দফতরে পাঠানো হবে। তাদের সম্মতি পেলেই এই মহানগরের বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত, পুর বিল্ডিং দফতরের দেওয়া হিসেবেই শহরে বিপজ্জনক বাড়ি ৩,৫০০–এরও বেশি। এর মধ্যে খুবই বিপজ্জনক প্রায় ১,২০০টি। কলকাতার অসংখ্য জীর্ণ বিল্ডিংই উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায়। কলকাতার অসংখ্য জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ি সংক্রান্ত সংশোধনী বিলটি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পুর অধিবেশনে গৃহীত হয়। গত ১০ মার্চ বিধানসভায় গৃহীত হওয়ার পর গত এপ্রিলের শুরুতে পুরনো বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে নয়া বাড়ি তৈরির বিলে রাজ্যপালের স্বাক্ষরের পর ৪১২–এ ধারাটি আইনে পরিণত হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৭ জুন – ২৩ জুন, ২০১৭

নাস্তিক কমরেডদের ধর্মপালন নাটক

সিপিএম থেকে বহিষ্কারের গন্ধ এলেই কেমন যেন ধর্মভীরু হয়ে ওঠেন পার্টি কমরেডরা। না, পাতি কমরেড নয়, পাতি বুর্জোয়া লাইফ স্টাইলে বিশ্বাসী নেতাদের নানা কেতাদুরস্ত জীবনযাত্রা এমন ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে তুলছে। এই যেমন উদীয়মান সিপিএম নেতা তথা রাজ্যসভার সুবক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক না কেন। অবশ্য তিনি এখন আর দলে নেই। সিপিএম তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাসপেন্ড করেছে। যার মেয়াদ ৩ মাসের। আর সাময়িকভাবে বহিস্কারের পর এই তরুণ তুর্কী নেতা ছুটে গিয়েছেন লাল–দুর্গ সিপিএমে। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু ঋতব্রতকে যখন দেখা যাচ্ছে কেরালার এক প্রাচীন মন্দিরে পুজো দিতে উদ্যত অবস্থায় তখন না হেসে আর পারা গেল না। আপাত নাস্তিক নেতারাও তাহলে বিপাকে পড়লে ভগবানকে স্মরণ করেন। এই যেমন ঋতব্রতর পূর্বসূরী সুভাষ চক্রবর্তীর কথা এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায়। বস্তুত যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন সিপিএমের এই ডাকসাইটে নেতা তথা পরিবহনমন্ত্রী দলে বুদ্ধ–বিমান–অনিলের ত্রিফলায় ভালো মতো বিদ্ধ হচ্ছেন। সামনে ‘গডফাদার’ জ্যোতি বসুকে রেখে না অনাচার করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সুভাষের অনাচার ছিল পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের মত তুলে ধরা। ওপরে ওপরে জ্যোতিবাবু সুভাষকে এর জন্য বকাঝকা করলেও তাঁরই অন্ধ স্নেহে এই দাপুটে সংগঠকের কেশাগ্রও ছুঁতে পারত না রাজ্য কমিটি থেকে পলিটব্যুরো। বেশ মনে পড়ে দলের মধ্যে একরকম সাইডলাইনে চলে যাওয়া এই সুভাষ চক্রবর্তী চাপে পড়ে সটান চলে গিয়েছিলেন তারাপীঠে। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে সে কী গদগদ অবস্থা সুভাষবাবুর। তখন আর কমিউনিস্টসুলভ বাক্য চাতুর্য নয়, হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তানের উচ্ছ্বাস চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল তার অভিব্যক্তি থেকে। এছাড়াও আরও এমন নজির পাওয়া যাবে যেখানে আপাত নাস্তিক কমরেডরা হয় মন্দির, নয় মসজিদ কিংবা গির্জার শরণাপন্ন হয়েছেন। এটাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করবেন ঠিক তাই ফল মিলবে। তবে সুবিধাবাদী রাজনীতির চরম নমুনা হয়তো একেই বলা হয়। ধর্ম থেকে নিজেদের বিচ্যুত করতে গিয়ে অবশ্য সাধারণ ভারতীয়দের হৃদয় থেকে মুছে গিয়েছেন বাম নেতারা। অথচ এই সেদিনও যাঁদের মাত্র দুজন সাংসদ ছিল তাঁরাই এখন দেশ চালাচ্ছেন। যার নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে সেই ধর্মের বংশীধ্বনী। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের প্রধান প্রতিপক্ষ মমতা যে মানুষের এত কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন তার পিছনেও ধর্মের অবদান কোনও অংশে কম নয়। অথচ এদিকের দরজাটা বন্ধ করে বামেরা সরে গিয়েছেন মানুষের মন থেকে। একমাত্র গাড্ডায় পড়লে তখন তাঁদের দেখা যায় ধর্মস্থানে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিকার চেষ্টা শূন্য হই, তবে আমরা বাস্তবিক অপূর্ব প্রেমের কাজ করিতেছি, কিন্তু যদি আমাদের প্রতিকারের শক্তি না থাকে, এবং নিজেদের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে, আমরা অতি উচ্চ প্রেমের প্রেরণায় কার্য করিতেছি, তবে আমরা ঠিক উহার বিপরীত আচরণই করিতেছি। অর্জুনও তাঁহার বিপক্ষে প্রবল সৈন্যব্যুহ সজ্জিত দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। স্নেহ ভালবাসা বশত তিনি দেশের ও

রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কপট বলিতেছেন, পন্ডিতের মতো কথা বলিতেছ অথচ কাপুরুষের মতো কাজ করিতেছ, ওঠ,দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।

ইহাই কর্মযোগের প্রধান ভাব। কর্মযোগী জানেন, অপ্রতিকারই সর্বোচ্চ আদর্শ–তিনি আরও জানেন যে, উহাই শক্তির উচ্চতম বিকাশ এবং অন্যায়ের প্রতিকার কেবল অপ্রতিকার রূপ শ্রেষ্ঠ শক্তিলাভের সোপানমাত্র। এই সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার পূর্বে মানুষের কর্তব্য অশুভের প্রতিরোধ করা। কাজ করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে–যতদূর সাধ্য উদ্যম প্রকাশ করিয়া আঘাত করিতে হইবে। এই প্রতিকারের শক্তি যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই অপ্রতিকার ধর্ম বা পুণ্যকর্ম।

আমার দেশে একবার একটি লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে পূর্ব হইতেই অতিশয় অলস নির্বোধ ও অজ্ঞ বলিয়া জানিতাম, কিছু জানিবার জন্য তাহার কোন আগ্রহ ছিল না–সে পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিল। আমার সহিত দেখা হইলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘ঈশ্বরলাভের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে, কি উপায়ে আমি মুক্ত হইব?’ আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পার কি?’ সে বলিল, ‘না।’ তখন আমি বলিলাম, ‘তবে তোমায় মিথ্যা বলিতে শিখিতে হইবে। একটা পশুর মতো বা কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মতো জড়বৎ জীবনযাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভাল। তুমি অকর্মণ্য, কর্মের অতীত যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করে এবং যাহা সর্বোচ্চ অবস্থা, তুমি নিশ্চয়ই তাহা লাভ কর নাই।

ফেসবুক বার্তা

আর কবে বাঙালি বলবে নেতাজি সত্য জানতে চাই

নির্মল গোস্বামী

আমরা জানি যে বাঙালি আজ বহুধা বিভক্ত। বর্তমান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে বাঙালি জাতির একতা বলে কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। যে কোনও রাজনৈতিক ইস্যুতে মুহূর্তে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি ভিন্ন অবস্থানে নিরাপদ বোধ করি। আজ সর্বগ্রাসী রাজনীতির কবলে বাঙালির মধ্যে, বাঙালির সৎসাহস, বাঙালির সাংস্কৃতিক বোধ–ন্যায় অন্যায় বোধ, প্রতিবাদের তেজ সব গ্রাসিত হয়েছে। ভারতবর্ষে রেঁনেসা আন্দোলনের পথিকৃত বাঙালি জাতির বর্তমান বংশধররা দুর্বল মেরুদন্ড বিশিষ্ট সর্বংসহা এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা নিজস্বতা ভুলে নেতাদের চোখ দিয়ে দেখে, নেতাদের কান দিয়ে শোনে, আর কখনও কখনও প্রয়োজন পড়লে যদি বা বলে তা নেতাদের শেখানো ভাষা। এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালি জাতি এক সুরে গলা মেলাতে পারে একমাত্র নেতাজি সম্পর্কে। নেতাজির শেষ পরিণতি কী হল? এই জিজ্ঞাসা আজও বিভাজিত হয় নি বলেই বিশ্বাস করি। তাই আজ সিপিএম বাঙালি, আরএসপি বাঙালি, ফরওয়ার্ড ব্লক বাঙালি, বিজেপি বাঙালি, কংগ্রেস বাঙালি, তৃণমূল বাঙালি সব বাঙালির কাছে কাতর আবেদন যে, একবার সমস্বরে গর্জে উঠে বলুন যে আমরা নেতাজি সম্পর্কে সত্য জানতে চাই। ভারতবর্ষের শেষ ‘ক্ষত্রিয়’ জাতীয় বীর নেতাজির দেশপ্রেম তাঁর জীবন সংগ্রামের সত্য ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। সত্য ইতিহাস প্রকাশিত না হলে নেতাজির দেশপ্রেমের গভীরতা, বিশালতা, পবিত্রতার পরিমাপ করা সম্ভব হবে না। দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে কি অসাধ্য সাধন করার শক্তি জন্ম দেয় তা অজানাই থেকে যাবে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে। আজও বাঙালির ন্যুব্জ মেরুদন্ড মুহূর্তে সোজা হয়ে যায় নেতাজি নামের জাদুতে। সেই জাদুমন্ডিত প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রভাব, সেই সূর্যসম ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল আতপ থেকে যাতে ভারতবাসী দূরে থাকে তারই একটা সুগভীর আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলে আসছে এবং ভারতের শাসকরা (দল ব্যতিরেকে) প্রথম থেকেই সেই ষড়যন্ত্রের পূর্ণ শরিক। পরাধীন ভারতের কথা বাদ দিলেও স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসকরাও বার বার জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে আজও অন্য ঘরানার শাসক মোদিজিও সেই বৃত্তের বাইরে বের হতে পারল না। তৎকালীন কংগ্রেসী নেতাদের অপকীর্তি চাপার প্রয়াসে বিজেপি–র প্রধানমন্ত্রী শামিল কেন? এতেই মানুষের আগ্রহ আরও বাড়ার কথা। কী এমন গোপনীয়তা? কাদের ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারছে না?

এই মুহূর্তে বৃহত্তর অংশের বাঙালির অবিসংবাদিত নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজমুখে স্বীকার করেছেন যে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাহলে তিনি যদি সত্যিই আগ্রহী হন নেতাজির রহস্য উন্মোচনে তাহলে সমস্ত বাঙালির হয়ে তিনি নেতৃত্ব দিন। যে সংগ্রাম সিপিএমকে হঠাতে তিনি করেছেন একক ভাবে সেই সংগ্রামের সবপরিমাণ নয় ভগ্নাংশ মাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করলেই বাঙালি রং ভুলে দল ভুলে আপনার হাত শক্ত করতে এগিয়ে আসবে। ভারতের ইতিহাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অতীতের জাতীয় নেতৃত্বে পাপ স্খালনের এতো বড় সুযোগ আর আসবে না। কারণ এটাই সুবর্ণ সময়। এই সময় পার হয়ে গেলে আর সুযোগ নাও আসতে পারে। কারণ শাসকরা দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একটা কমিশনের রিপোর্ট যদি সরকার গ্রহণ করে তাহলে পুনরায় অন্য কমিশন গঠন করার প্রয়োজন পড়ে কি? নেহেরুর শাহনওয়াজ কমিটি পরবর্তীকালে জনমতের চাপে খোসলা কমিশন গঠন হয়েছিল। আবার খোসলা কমিশনের রিপোর্ট জনমতের কাছে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন গঠন করা হয়। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট তৎকালীন মনমোহন সরকার গ্রহণ করেনি। কেন? আগের দুটি কমিশনের রিপোর্ট ১৮ আগস্ট ১৯৪৫এর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মারা গিয়েছেন বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু প্রমাণের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট শক্তিশালী তথ্য ছিল না। আবার মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সে দেশের সরকার

অযোধ্যার রামকথা ভবন

নথি ঘেঁটে দেখেছে যে ১৮ আগস্টের ১৫ দিন আগে পরে তাইপেতে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটে নি। কি অদ্ভুত কান্ড। মোদি সরকার নাকি এই তিনটি কমিশনের রিপোর্ট থেকে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছেন। এটা খুব মোটা দাগের কাঁচা প্রয়াস হল না কি? মোদি সরকার যদি এটা বলত যে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন একথা প্রমাণিত হয় নি কিন্তু পরবর্তী কালে কোথায় ছিলেন, কিভাবে মারা গিয়েছেন, সে সম্পর্কে বর্তমান সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই। তাহলে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত। কিন্তু সে হেতু পূর্বতন কংগ্রেস সরকারে সুরে সুর মিলিয়ে বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বে শীলমোহর দিল তাতে করে সরকার প্রকৃত সত্য জেনেও ইচ্ছা করে প্রকাশ করছে না এই ধারণাই দৃঢ় হল। মানুষ একই কথা বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে শুনতে শুনতে যাতে তিতিবিরক্ত হয়ে বিশ্বাস করে যে বিমান দুর্ঘটনাতে মারা গিয়েছে, এ সম্পর্কে আর যাতে আগ্রহী না হয় না জনগণ তারই সচতুর প্রয়াস একটা।

এই চতুরতার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আজ বাঙালি জাতির উপর বর্তেছে। বাকি ভারত কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার। বাঙালিকে গর্জে উঠে বলতে হবে মিথ্যা বিমান দুর্ঘটনার কথা আর শুনতে চাই না। রাজ্য জুড়ে ওপেন বিতর্ক হোক। সেমিনার হোক। যারা বিমান দুর্ঘটনার কথা মানতে চান তারাও বলুক। আর একদল কেন মানতে চায় না তার স্বপক্ষে তথ্য প্রমাণ দিক। তাহলেই মানুষ বুঝতে পারবে কারা সত্যি বলছে। বাংলার তাবৎ মিডিয়া এই পবিত্র দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুক। জনমত গঠনের সেরা মাধ্যম যেহেতু তারা। এখনও উত্তরপ্রদেশ সরকার ‘সহায়’ কমিশন বসিয়ে ‘ভগবানজি’ অযোধ্যার রামভবনের সাধুর পরিচয় জানতে চাইছে। এই সাধুর পরিচয় প্রকাশের সঙ্গে নেতাজির সম্পর্ক গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ‘হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ বি লাল বলেছেন যে নেতাজি আর ভগবানজির হাতের লেখা একই লোকের।

এক সাংবাদিক অম্লানকুসুম ঘোষ নেতাজির অন্তর্ধানের উপর ১৫০ ঘন্টার ব্ল্যাক বক্স অফ হিস্ট্রি নামে এক তথ্য চিত্রে তিনি যখন কলকাতায় বিচারপতি মুখার্জির সাক্ষাৎকার নিতে আসেন তখন তিনি প্রশ্ন করেন রামভবনের সাধু ভগবানজিই কি নেতাজি? বিচারপতি মুখার্জি বলেন আমি অন দ্য রেকর্ড কিছু বলব না, অফ দ্য রেকর্ড বলতে পারি। আপনার ক্যামেরা বন্ধ করুন। অম্লানকুসুম তিনজন ক্যামেরাম্যানকে ক্যামেরা বন্ধ করতে বলেন। তারপর বিচারপতি বলেন যে আমার এতোদিনের বিচারের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলতে পারি যে ভগবানজিই নেতাজি। কিন্তু এটা আমি অন দ্য রেকর্ড বলতে পারব না।

একেই বলে রাখে হরি মারে কে? তিনটি ক্যামেরা বন্ধ করার হলেও একটি ক্যামেরা যেন দৈব্য প্রভাবে চালু ছিল। বিচারপতি মুখার্জীর বক্তব্য রেকর্ড হয়ে গিয়েছে। আর এই প্রতিবেদকের সৌভাগ্য যে বিচারপতি মুখার্জীর এই সাক্ষাৎকারের ভিডিওটি প্রত্যক্ষ করেছে। সেই সত্য অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে ব্যক্ত করলাম।

এবারও কি শাসকদের মনে এই প্রশ্ন জাগে না যে সাধুর কক্ষে কেন নেতাজির বাবা–মার ছবি? ইতিপূর্বে ভারতের কোন সাধু বাক্সে কি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুর্গম পাহাড়ী পথের হাতে আঁকা ম্যাপ দেখা গিয়েছে। কোনও সাধুর ঝুলিতে কেউ কি কম্পাস দেখেছেন? যিনি মুক্তির সন্ধানে পথে বেরিয়েছেন তাঁর সংগ্রহে কেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের লেখা ‘ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম’ বই থাকবে? আবার বইয়ের পাতায় পাতায় নোট লেখা কোথাও রাবিশ, কোথাও লায়ার লেখা থাকবে কেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের তথ্য কোনটা ভুল, কোনটা অতিরঞ্জিত, কোনটা মিথ্যা সাধু কেমন করে জানবে?

নেতাজির সেজদা সুরেশচন্দ্র বোসের স্ত্রীর লেখা কেন সাধুর কাছে থাকবে? এরকম হাজার প্রশ্নের উত্তর বর্তমানে প্রায় অসংখ্য নথি বাক্স বন্দি হয়ে জমা আছে ফৈজাবাদের ট্রেজারিতে। স্বার্থান্বেষী মহল চাইবে এই সব তথ্য লোপাট করে চিরতরে নষ্ট করে ফেলতে। যাতে আর কোন দিন কোনওভাবেই নেতাজির সত্য প্রকাশিত না হয়। বিমান দুর্ঘটনার তথ্যই যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনাবাক্যে মেনে নেয় তারই ব্যবস্থা পাকা করার ষড়যন্ত্রও শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের দাবি হোক ভগবানজীর রেখে যাওয়া নানা প্রামাণ্য তথ্য বাংলায় নিয়ে আসা হোক। বাংলার মানুষ দেখুক। যদিও আদালতের নির্দেশে ভগবানজির ঘরে পাওয়া যাবতীয় জিনিসপত্র অযোধ্যার রামকথাভবনে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

যদি মনে হয় না তেমন কিছু সত্য নেই তাহলে কথা শেষ। আর যদি দেখা যায় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ভগবানজীই নেতাজি ছিলেন তাহলে গণ আন্দোলন হোক শাসকদের বিরুদ্ধে। ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সত্যকে সামনে নিয়ে আসার এই সুযোগ। এতো দিন মনে সন্দেহ নিয়ে মিথ্যাকে সয়ে এসেছি। আজ সেই সন্দেহ নিরসনের জন্যে একবার বাংলা জেগে উঠুক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মিছিল হোক কলকাতার বুকে। রাজনীতিকরা রাজি না হলে বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ এগিয়ে আসুক। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্ অ্যাপে কোটি কোটি জনমত সংগঠিত হোক। আমাদের সুভাষকে এভাবে মিথ্যার আবডালে হারিয়ে যেতে দেব না। সত্য ধর্ম শঙ্খ রূপে আহ্বান করছে আমাদের শুধু নীরব হয়ে নম্র হয়ে প্রাণপণ করতে হবে।

কাশ্মীরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে করণীয় কী?

প্রাক্তন মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায়

বহু দশক ধরে আমরা ঘোষণা করে আসছি, জম্মু–কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আনাই অসমাপ্ত কাজ। কিন্তু সেই বহু দশক ধরে পাকিস্তান নিঃশব্দে পাক–নাগরিকদের শরণার্থী সাজিয়ে ক্রমাগত ভারতে তথা কাশ্মীরে অধিকৃত কাশ্মীর থেকে কাশ্মীর উপত্যকায় পাকাপাকি ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়ে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে চলেছে। এই বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর হয় যখন ১৯৬৫–র যুদ্ধের পর আমাকে পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে উরিতে চলে যেতে হয়। এক চাঁদনি রাতে যখন আমার ব্যাটালিয়ন মাইক, হকিকত, কারাপাথর সীমান্ত কঠোরভাবে পাহারা দিচ্ছে যাতে একটা শেয়াল–কুকুরও ওই সীমান্ত দিয়ে এপারে ঢুকতে না পারে, আমিও আমার সেবাদারকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে দেখছি সৈনিকরা কতটা সতর্ক রয়েছে, আমার মনে হলো মাঝে মাঝে পাকিস্তানি কামান ও মেশিনগান গর্জে উঠলেও কোনও মানুষের অনুপ্রবেশ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পরদিন সকালে উরির পুলি থানা ‘লাগামার’ বড়বাবু জানালেন, গতরাতে এক পরিবার পাক–অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাক সৈন্যদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এপারে চলে এসেছে এবং যে পথ দিয়ে তারা উরিতে ঢুকেছে সেটা আপনার এলাকা বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনাকে ফোন করছি। আপনার পক্ষে কী এখন একবার থানায় আসা সম্ভব হবে?

‘নিশ্চয়, আমি এখুনি আসছি।’ ভাবলাম এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? থানায় পৌঁছে দেখি বছর তিরিশের এক তরুণ, বোরখায় মুখঢাকা এক তরুণীকে নিয়ে বসে রয়েছে, পাশে একটা সাদা কাপড়ের পুঁটলি। হয়তো একপ্রস্থ জামা কাপড়। তরুণীকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিলেন। চেহারা দেখে লোকটিকে প্রথম দর্শনে কাশ্মীরি বলে মনে হলো না। বরং পাঞ্জাবি বলেই মনে হলো। জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোন পথ দিয়ে এসেছ? সে বার কয়েক ‘সালাবাদ’ গ্রামের নাম নিয়েছিল, কিন্তু পথের বর্ণনা আমার এলাকার সঙ্গে মোটেই মিলল না। থানার কর্তাকে বললাম, কাশ্মীরি ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে। বুঝলাম তারা কাশ্মীরি ভাষায় দু চারটে কথার বেশি বলতে পারে না বরং কথার মাঝে উর্দু শব্দই বেশি ব্যবহার করছে। থানার বড়বাবুকে জানিয়ে ছিলাম ওরা পাঞ্জাবি, মোটেই কাশ্মীরি নয়। আমার ব্রিগেড কমান্ডার তাঁর অফিসে ডেকে জানতে চেয়েছিলাম কীভাবে আমার এলাকা দিয়ে পাকিস্তানি শরণার্থীরা উরি পৌঁছে গেল? তাঁকেও জানিয়েছিলাম, আমার বিশ্বাস ওরা পাঞ্জাবি এবং যে পথের বর্ণনা দিয়েছে সেই পথে ওরা আসেনি। ওদের বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পরে জেনেছিলাম, কাশ্মীর সরকার কিছুই করেনি। বরং তাদের বিনামূল্যে জমি ও ঘর বানাবার জন্য টাকাও দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দখায় যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৬–৭৭ খ্রিস্টাব্দে বড় কাজীনাগ পাহাড়ের কাছে মালিঙ্গা গিরিপথের নিকটে আমার পেট্রল সাদা পোশাকে দুজনকে ধরে এনেছিল। তারাও ওই একই কথা বলেছিল, পাক–অধিকৃত কাশ্মীরে পাক সৈন্যের অত্যাচারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তারাও শরণার্থী। আমার বিশ্বাস তারাও পাক–পাঞ্জাবি। পাকিস্তান তাদের কাশ্মীরে স্থায়ী বসবাসের জন্য পাঠিয়েছিল।

সরকারি তথ্য বলছে বর্তমানে প্রায় ২৫০ জন্য পাক সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বহু পাকিস্তানি নাগরিক কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নিয়ে প্রকৃত কাশ্মীরিদের ভয় দেখিয়ে সুরক্ষা বাহিনীর উপর প্রস্তর বৃষ্টি, গ্রেনেড হামলা, পাক–পতাকা উত্তোলন ও ‘আজাদি’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি আওয়াজ তুলতে বাধ্য করছে। আমার চৌকিতে যেসব গ্রামবাসী ভারবাহক, জলবাহক, পত্রবাহক হিসেবে বছরের পর বছর কাজ করেছে তাদের সঙ্গে আমাদের একটা ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই বলত, পাকিস্তান এত গোলাগুলি চালাচ্ছে অথচ তোমরা জবাবি গুলিও চালাও না, দাওতো দুটো গ্রেনেড, ঝন্ডিমালি পোস্টে গিয়ে বাঙ্কারে দুটো গ্রেনেড মেরে ওদের একটা কষ্টটা বুঝিয়ে আসি! শায়েস্তা করে আসি!

‘হুকুম নেই রে ভাই, আমরা যে অস্ত্রবিরতি স্বাক্ষর করেছি।’

ধারণা করা সম্ভব নয়, সেই গ্রাম্য কাশ্মীরিরা ‘কাশ্মীরিয়ৎ’ ভুলে গেল! ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর গায়ে হাত তোলার সাহস পায় কী করে?

কাশ্মীরের পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। নতুন স্ট্র্যাটেজি দ্রুত খুঁজতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে শুধুমাত্র গুলির বদলে গুলি অথবা এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল বাড়িয়ে দেওয়ার নীতি নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছে।

পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সামরিক বাহিনীর হাত থেকে অস্ত্র। একমাত্র সেই কারণেই পাকিস্তানি অনুপ্রেবেশকারীদের প্ররোচনায় এবং মৃত্যুভয়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নব প্রজন্মের তরুণ সুরক্ষাকর্মীদের উপর পাথর বৃষ্টি, গ্রেনেড বৃষ্টি, এমনকী তাদের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং তাদের ক্যাম্পে হানা দেওয়ার সাহস করছে। গুলির বিরুদ্ধে গুলি চালালে অবস্থার সুরাহা হবে না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী তথা অনুপ্রবেশকারীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ওয়ানি (হিজবুল মুজাহিদিন) নিহত হয়েছেন, কিন্তু তিনি তো অহিংস আন্দোলন করেছিলেন না। অস্ত্র নিয়ে সুরক্ষাকর্মীদের আক্রমণ করেছিলেন। ফলে তাঁর

মৃত্যুর জন্য এত ছিছি করার কী আছে। বরং আমি বিশ্বাস করি কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ উপদ্রুত অঞ্চলে মাইক নিয়ে প্রতিটি গ্রামে ঘোষণা করতে হবে, পাথর বৃষ্টি হলে অথবা গ্রেনেড হামলা হলে সুরক্ষাকর্মীদের হাত থেকে বাঁধা থাকবে না, তাদের নিজেদের মতো করে যোগ্য উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে যদি কিছু সংখ্যক লাশ পড়ে যায়, তার জন্য কোনও আন্দোলন করার অনুমতি থাকবে না। তা সত্ত্বেও যারা পাথর বৃষ্টি করতে আসবেন তাদের কী হতে পারে, জেনে শুনেই আসবেন। যারা পাকিস্তানি পতাকা তুলবেন অথবা পাকিস্তান অথবা পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দেবেন তাদের লক্ষ্য করে গুলি চলবে। দশ বিশটা লাশ পড়ে গেলে কাশ্মীর পাকিস্তান হয়ে যাবে না। কোনওদিনই হবে না। হুরিয়তের যে অংশ পাকিস্তানি অর্থে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তাদের বুঝতে হবে ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সংবিধানের দয়ায় তারা আজও জীবিত রয়েছেন। পাকিস্তানে থেকে এমন কাজ করলে বহু আগেই তাদের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলতো অথবা ‘সামারি জেনারেল কোর্ট মার্শাল’ করে গুলি করে শেষ করে দেওয়া হতো, আলি শাহ জিলানির মতো দেশদ্রোহীদের।

দ্বিতীয়ত, কাশ্মীর সীমান্ত এমনভাবে সুরক্ষিত করতে হবে যাতে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কাঁটাতারের বেড়া সুউচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে কোনও কাজের নয়। ১৫–২০ ফুট বরফের তলায় ওইসব বেড়া ঢাকা পড়ে যায়। স্টেট অব দি হার্ট, বর্তমানের সর্বশ্রেষ্ঠ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। দিল্লির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বাবুরা যত সত্বর ব্যাপারটা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ব্যয় বরাদ্দ করবেন, অবস্থার উন্নতি তবেই হবে। তবে এটাও বুঝতে হবে পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ অথবা অন্য যে কোনও তৃতীয় রাষ্ট্র মারফত জাল পাসপোর্ট ইত্যাদি দ্বারা ভারত ভূখণ্ডে তাদের সন্ত্রাসবাদীদের পৌঁছে দেবে, তারপর ট্রেন ধরে কাশ্মীরে পৌঁছনো কোনও অসুবিধাই নয়। সমুদ্রপথে ভারতের যে–কোনও সমুদ্রোপকূল রাজ্যে নামিয়ে দিলেও ট্যুরিস্ট হিসেবে কাশ্মীর পৌঁছনো কোনও অসুবিধেই নেই। অতএব ভারতের সমস্ত সীমান্ত কঠোরভাবে সুরক্ষিত রাখার কোনও বিকল্প নেই।

সেই একই সঙ্গে অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকেও কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যে পোস্ট থেকে গোলাগুলি চলবে অথবা অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশের প্রয়াস করবে, সেই পোস্ট গুঁড়িয়ে দিতে হবে। অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সৈনিকের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা, ভারতের সামরিক ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়। ভারতে যেসব শান্তিকামী বড় সাহেবরা শান্তির বাণী প্রচার করবেন অথচ পাকিস্তানি বর্বরতার উল্লেখ পর্যন্ত করতে ভয় পান, তাঁদের মুখ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। আলোচনা হবে, তবে পাকিস্তানকে সব রকম শত্রুতা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় না ক্রিকেট, না গান বাজনা, না সিনেমা না কোনও আমদানি–রফতানি পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই থাকবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, পাকিস্তানের হাতে তোমাদেরও রক্ত ঝরেছে, তবু বহু বিলিয়ন ডলারের ভিক্ষাদান বন্ধ করছ না কেন?

কুপুয়ারায় সামরিক ক্যাম্পে আক্রমণ করার পর আবার কুলসামে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে প্রায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের একে ৪৭ রাইফেল নিয়ে পাক জঙ্গিরা পালাতে সক্ষম হয়েছে। অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এর আগে উরি, পাঠানকোট, পুনে, মুম্বই ইত্যাদি জায়গায় পাকিস্তান সরকার তাদের আইএসআই, সামরিক বাহিনী এবং লস্কর ই তৈবা এবং জয়েস–ই–মুহম্মদের কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের ছায়াযুদ্ধে ব্যবহার করে অনেক ভারতীয়র রক্ত ঝরিয়েছে। এবার সময় এসেছে সে সবের মূল্য উশুল করার। তবে সুরক্ষা কর্মীদের হাত বেঁধে বলির পাঁঠা করে তা হবে হবে না।

পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা ট্রাক–টুতে চলতে পারে যদি পাকিস্তান কথা দেয় যুদ্ধ–বিরাম ভঙ্গ করবে না এবং সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে। প্রয়োজন তাদের আইএসআই এবং সামরিক বাহিনী স্তরেও আলোচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু কাশ্মীরবাসীদের হৃদয়মন বড় করাটা বেশি প্রয়োজন। বাকি ভারতবাসী কাশ্মীরের মানুষকে ভালবাসেন সেটা তাদের বোঝাতে হবে। পাকিস্তানের বিরূপ চালে তাদের অনেকেই ভারতকে শত্রু হিসেবে মনে করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্র থেকে কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার নামে কাশ্মীরে আসছে, বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান সেই সমস্ত অর্থের হদিশ সহজেই সরকারের নজরে আনতে পারে। ওই অর্থ যাতে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে না পৌঁছয় সে ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হবে। সেই সঙ্গে কাশ্মীরের প্রতিটি গ্রামে মাদ্রাসা খুলে ছেলেমেয়েদের কট্টর পন্থী ইসলামে (র‌্যাডিফ্যালাইজেসন) দীক্ষিত করার যে বিরাট প্রকল্প পাক–জেহাদি গোষ্ঠীগ্রহণ করেছে। আইন করে তা বন্ধ করার সময় এসেছে। রাজ্য সরকারকেই এই কাজ করতে হবে।

লেখা শেষ করার সময় জানা গেল, পাক সৈন্যরা পুঞ্চের ভারত সীমান্তে প্রবেশ করে ভারতীয় সৈন্যদের শুধু হত্যাই করেনি, সৈনিকদের মৃত শরীরগুলির ছিন্ন ভিন্ন করে রেখে গিয়েছে। বোঝা যায় আমরা আমাদের ঘর সামলাতে পারছি না, মাত্র কিছুদিন আগে মৃত ভারতীয় সৈনিকের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে হোলি খেলেছিল। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীকে নিজেদের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে কাজ করতে হবে। গাফিলতি থাকলে, শুধু নিজ প্রাণের বলিদান দিলেই হবে না। শত্রুর লাশও ফেলতে হবে। অন্যথায় ইউনিটের অফিসারদের শাস্তি পেতে হবে।

কাশ্মীর উপত্যকায় শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে জীবন মানের দ্রুত উন্নয়ন এবং কর্ম সংস্থান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের হৃদয়মন জয় করাই এই ছায়া যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পথ। বিদেশি সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর আঘাতও করতে হবে, তাহলেই শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে।

সৌজন্যে স্বস্তিকা

টানা ৩৫ বছর রক্তদান করে রেকর্ড

দীপক ঘোষ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে একটানা ৩৫ বছর রক্তদান রেকর্ড করলো বজবজ এর স্ফুলিঙ্গ। অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্লাড ডোনার্স এই স্বীকৃতি তাদের দিয়েছেন। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে গত ৪ জুন বজবজ পাবলিক লাইব্রেরি হলে স্ফুলিঙ্গ ও লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান অনুষ্ঠান হয়। কোনও পুরস্কারের বিনিময়ে কোনও দিন এই সংগঠন রক্ত সংগ্রহ করেনি। সংগঠনের সম্পাদক সুবীর দত্ত দৃঢ়কণ্ঠে এই মন্তব্য করেন। উল্লেখযোগ্য বিপিসিএল এর ইনস্টলেশন ম্যানেজার এখানে রক্তদান করেন। উল্লেখযোগ্য উপস্থিত ছিল বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। শেষ মুহূর্তে বিধায়ক অশোক দেব উপস্থিত হন।

সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেশ কয়েক বছর এই সংগঠনের রক্তদান অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সংগঠনের কর্মকাণ্ড যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া রক্তদাতাদের মধ্যে কোনও পুরস্কারের আশা না করে রক্তদাতারা রক্তদান করেন যা বর্তমান সময়ে বিরাট নজির সৃষ্টি করেছে।

এছাড়াও ৫ জুনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পরের দিন উপস্থিত পথ চলতি মানুষকে চারাগাছ বিতরণ করা হয়।

সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রচণ্ড গরমে রক্তের চাহিদা কম পড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় সোনারপুর বি ডি ও অফিসে। সকাল ১০–৩০ মিনিট থেকে চলে দুপুর ২টো পর্যন্ত। সোনারপুর বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ এদিন রক্তদান করেন। উপস্থিত থাকেন সোনারপুর বিডিও সৈকত মাঝি, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ মণ্ডল, খেয়াদহ পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ (মৎস) শঙ্কর হালদার, সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায়, সোনারপুর ব্লকের মেডিক্যাল অফিসার। সৈকত বাবু বলেন এই রক্তদান খুব মহৎ কাজ। বিশেষ করে এই তাপদাহে রক্তের খুব ঘাটতি পড়ে সুতরাং এটাই রক্তদানের ঠিক সময় যাতে করে মানুষের জীবন ফিরে পায় এক বোতল রক্তের জন্য।

ঘুঁটিয়ারিতে হেরোইন সহ ধৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘুঁটিয়ারি শরিফ : বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে কয়েক লক্ষ টাকার হেরোইন সহ ভিন রাজ্যের এক মহিলাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম রেশমা খাতুন। তার বাড়ি ওড়িশা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুঁটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওড়িশা রাজ্যের সুন্দরগড় জেলার রাউরকেল্লা এলাকার বাসিন্দা রেশমা খাতুন চোরা পথে ভিন্ন জায়গায় হেরোইন ব্যবসা করছে বেশ কয়েক মাস ধরে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ঘুঁটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ি ওসি সুমন দাসের নেতৃত্বে পুলিশ টিম হানা দিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে রেশমা খাতুনকে। ধৃত রেশমা খাতুনের কাছ থেকে ১৬০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ। এদিকে বাইরের রাজ্য থেকে কি ভাবে এক মহিলা হেরোইন নিয়ে ঘুঁটিয়ারি শরিফ এলো এবং এই মাদক ব্যবসায় কি জড়িয়ে পড়ছে মহিলারা তা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে প্রশাসন মহলে। এর আগে বহুবার আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চোরা পাচারে শিরোনামে উঠে এসেছে ঘুটিয়ারি শরিফের নাম। এদিকে ধৃত মহিলার সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত মহিলাকে কোর্টে তোলা হয়েছে।

বীরভূমে বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় অস্ত্র কারখানার পর এবার হদিশ পাওয়া গেলো একটি বোমা তৈরির কারখানার। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার পাইকুনি গ্রাম। ইলামবাজার থানার পাইকুনি গ্রামের শেখ একরাম ও শেখ শুকুরের বাড়িতে বহিরাগত দুষ্কৃতী ভাড়া করে এনে বোমা তৈরি করা হচ্ছিলো বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার পুলিশ ১ জুন গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৭০টি তাজা বোমা, বোমা তৈরির মশলা, সুতলি, অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত শেখ শুকুর ও শেখ একরাম। ৩রা জুন শনিবার সকালে লাভপুর থানার কুসুমগড়িয়া গ্রাম থেকে দুই জার বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ২৭ মে আকোনা গ্রামের সারগাদা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ৩০ তাজা বোমা। ২৮ মে ভাষামাঠ গ্রাম থেকে প্লাস্টিকের জার ভর্তি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পানুড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের পিছন থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত পুলিশ গ্রেপ্তার করে সিউড়ীর রুটিপাড়ার শেখ আক্তার (২১) ও শেখ আব্বাস (২৬) নামের দুই যুবককে।

গত ২২ মে বীরভূম জেলার বোলপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বীরভূমে বোমার কারখানা বরদাস্ত করা হবে না। সমস্ত বোমা, অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। নানুর, পাড়ুইয়ে কোনও বোমার কারখানা চলবে না।' মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশকে এই হুঁশিয়ারির পর থেকে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্ত থেকে পুলিশ উদ্ধার করছে বোমা। যা নিয়ে সরব বিরোধীরা।

বিস্তারক প্রচারে লকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা জনগনকে জানানোর জন্য ৭ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত বিজেপি একটি কর্মসূচি নিয়েছে। যার নাম 'বিস্তারক যোজনা'।

৭ জুন বীরভূম জেলার মহকুমাশহর রামপুরহাটের ১৮ নং ওয়ার্ডের ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মসূচির সূচনা করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বীরভূম বিজেপি জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়। রামপুরহাট পুরসভার ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে এবং ১০৪ ও ১০৫ নং বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরিব মানুষদের সাথে কথা বলে তাদের ব'নার কথা শুনেন লকেট। দুপুরে দীনু দাসের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারেন। পরেরদিন ৮ জুন রামপুরহাট পুরসভার ১১ ও ১৩ নং ওয়ার্ডে এবং ৩৩,৩৪,৩৫ ও ৩৬ নং বুথের গরিব সাধারন মানুষদের সাথে কথা বলে তাদের বঞ্চনার কথা শুনেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার ৯ জুন সিউড়ী মালফকপাড়ার ধর্মরাজমন্দিরে প্রনাম করে প্রচার শুরু করেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। সিউড়ী পুরসভার ১ ও ১০ নং ওয়ার্ডের গরিব সাধারন মানুষদের সাথে কথা বলেন। তাদের অভাব অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনেন। দুপুরে একের পল্লিতে পেশায় গাড়ীচালক শিবেন মাহারার বাড়িতে কলাপাতায় মধ্যাহ্নভোজন সারেন লকেট। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা কালোসোনা মণ্ডল। হাতের কাছে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পেয়ে তাদের বঞ্চনা, অভাব অভিযোগের কথা শোনায় সাধারন গরিব মানুষেরা।

বীরভূম জেলার লাভপুর,নানুর,ময়ূরেশ্বর,পাড়ুই, দক্ষিনগ্রাম,সাঁইথিয়া, চিনপাই পঞ্চায়েতের তাপাসপুর, শ্রীকণ্ঠপুর, ইলামবাজার, কসবা প্রভৃতি এলাকায় প্রচারে বিজেপি বিস্তারকদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বিপাকে রোগীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁর সুন্দরপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। এজন্য অনেক সময় সামান্য কারণেও মানুষকে

ছুটতে হচ্ছে প্রায় ২৫ কিমি দূরের বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। দিন কয়েক আগে রাউতাড়া গ্রামের এক মহিলার প্রসব বেদনা শুরু হয়। তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে। এই অবস্থায় মহিলাকে নিয়ে যেতে হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। ভাড়া গুনতে হয় পাঁচশো টাকা। অথচ তাঁর বাড়ির অল্প দূরত্বের মধ্যেই সুন্দরপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি। কিন্তু সেখানে সন্তান প্রসবের কোনও ব্যবস্থা নেই। বনগাঁ ব্লকের প্রধান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলতে এই সুন্দরপুরই। বহির্বিভাগে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কিছু রোগের চিকিৎসা হয় বটে। কিন্তু এছাড়া তেমন কোনও পরিষেবা মেলে না বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা এমনও বলেন, অতীতে বহির্বিভাগে রোজ ডাক্তার পাওয়া যেত না। এখন অবশ্য সপ্তাহে ডাক্তার পাওয়া যায়। বিনামূল্যে কিছু ওষুধও মেলে। তবে ওই পর্যন্তই। কিছুদিন আগেও লাইসেন্স ছিল। ইদানিং তাও বন্ধ। আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছিল। সেটি পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মিঠুন চক্রবর্তী, সৈকত চট্টোপাধ্যায়, সফিকুল মণ্ডল, সুকুমার গাইনের মতো স্থানীয় যুবকরা জানান, এখানে জরুরি কোনও পরিষেবা পাওয়া যায় না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, বিকেলের পর কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ভরসা বলতে সেই বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী। অথচ উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির বেহাল দশায় বিপাকে পড়েছেন বহু মানুষ। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর পাটশিমুলিয়া, সুন্দরপুর, রাউতাড়া, গ্রাম ট্যাংরা, পেটাঙ্গি, উদয়পুর, বাংলানি সহ প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের মানুষ নির্ভরশীল। স্থানীয় বাসিন্দা তপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সর্বক্ষণের চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা এবং শয্যা চালু করে রোগী ভর্তির ব্যবস্থা করার দাবিতে আমরা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন মহলে স্মারকলিপি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু মেলেনি।' স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, কিছু না হোক, প্রসূতিদের স্বাভাবিক প্রসবটুকু অন্তত চালু হোক। না হলে রাতবিরেতে প্রসূতিদের নিয়ে পরিবারের লোকেদের ব্যাপক দুর্ভোগে পড়তে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় রোগী ভর্তির ব্যবস্থাও ছিল। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। অতীতে চিকিৎসকরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসনেই থাকতেন। সেটাও পরে বন্ধ হয়ে যায়। পুরনো জরাজীর্ণ ভবন ভেঙে ২০০৬ সালে নতুন ভবন তৈরি হয়। তখন স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ১৫ শয্যার রোগী ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। চব্বিশ ঘন্টার জন্য চিকিৎসকও থাকবেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। স্থানীয় বিধায়ক দুলাল বর বলেন, 'শয্যা চালু করে চব্বিশ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা চালুকরণের বিষয়টি আমি বিধানসভাতেও তুলেছি।' বনগাঁর বিএমওএইচ মৃগাঙ্ক সাহা রায় বলেন, 'চব্বিশ ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা, জরুরি পরিষেবা ও শয্যা চালু করার বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে জানানো হয়েছে।' স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শয্যা চালু করার বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

হুগলি জেলা ও বি সি মোর্চার উদ্যোগে তপন স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সকাল দর্পণের পক্ষ থেকে ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়া মিলগেট মাঠে হুগলি জেলা ও বি সি মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রয়াত বিজেপি নেতা তপন শিকদারের তিরোধান দিবসের অনুষ্ঠান। হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে বিজেপির সংগঠন যে জোরদার হচ্ছে তা বোঝা গেল অনুষ্ঠানে জনসমাগম দেখে। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিংহ, বেবী তেওয়ারী, বিজেপি র লড়াকু নেতা অশোক সিং, রাজ্য মহিলা মোর্চার সহসভানেত্রী দুর্গা বর্মা, প্রদীপ চৌধুরী, জয় কিশোর সিংহ, অভিমন্যু ঘোলে, সমীর রায় চৌধুরী, জয়তী গাঙ্গুলী, নূপুরদাস, জুলুমরাম প্রমুখ। মিল গেট মাঠ ও আশেপাশের রাস্তা গেরুয়া পতাকায় ছিল ছয়লাপ। ছিল একতাবদ্ধকণ্ঠে 'জয় শ্রীরাম' আর 'ভারতমাতা কি জয় ধ্বনির উচ্ছাস। জোরদার বক্তব্য রাখেন বেবি তেওয়ারী। এত বড় জমায়েত আর জোরালো বক্তব্য শুনে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েন পথচলতি মানুষ। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে অশোক সিংহ ও রাজ্য মহিলা মোর্চার সহসভানেত্রী দুর্গা বর্মা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও তৃণমূলের অগণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি তুলে ধরেন। নেতৃবৃন্দ প্রয়াত তপন শিকদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। হাওড়া জেলা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ও সুবক্তা ওমপ্রকাশ সিংহের চাঁছাছোলা সাবলীল বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করে।

'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্টের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সব্যসাচী সান্যাল: গত ৪ জুন 'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মেডিকেল উইং এর উদ্যোগে ১৮/৬,ডোভার লেন,কলকাতায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরে বিনামূল্যে চর্মরোগ,ক্যানসার এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আয়োজন ছিল। স্বল্পমূল্যে এখানে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির চলেছিল সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২.৩০ মি পর্যন্ত। নামী–দামি বেসরকারী হাসপাতাল গুলিতে ভুয়ো ডাক্তারের ঠেলায় কলকাতা শহরে চিকিৎসার জন্য মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ। সে জায়গায় অভিজ্ঞ ডাক্তার আর স্বল্পমূল্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করে 'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সাধারণ মানুষের অনেক উপকার করেছে। সুবিখ্যাত চর্মরোগ চিকিৎসক ও অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান ডা:(প্রফেসর এস আর সেনগুপ্ত (খ.ঈ) এবং এসএসকেএম হাসপাতালের প্রাক্তন প্রফেসর, মেডিক্যাল কলেজ ও এনআরএস এর ক্যানসার চিকিৎসক ও বিভাগীয় প্রধান ডা: অমিতাভ রায় এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডা: জয়রাজভট্টাচার্য,(খঈ এঘখ.) ডা: বন্দনা ভট্টাচার্য (ঈখড়) ডা: মনিকা শ্রীবাস্তব (আএখড়)। সমস্ত স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবিরটি যার অকৃতস্ত্র প্রাণশক্তিতে সার্থক হয়ে উঠেছিল এবং কলকাতার সকলে যাকে একডাকে চেনে ডা: তাপস কুমার সাঁতরা,যিনি এই ট্রাস্টের সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িত। তিনি জানালেন অত্যধিক গরম থাকলেও বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২৫ জন মানুষ বিশেষ' চিকিৎসকের কাছে চর্মরোগ দেখানো এবং ১০ জন মানুষঅভি' ক্যানসার চিকিৎসকের কাছে 'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে বিনামূল্যে দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজনে প্রায় ৩০ জন মানুষ নির্ভরযোগ্য ও কমমূল্যে রক্তের নমুনা পরীক্ষা সুযোগ গ্রহণ করেছে।স্বাস্থ্য পরীক্ষা আয়োজন শিবিরে সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকায় সকলেই উচ্ছসিত প্রশংসা করেছে। লোকমাতা রানী রাসমণি মেডিকেল উইং এর সাথে জড়িত একনিষ্ঠ কর্মচারীরা রক্তের নমুনা পরীক্ষা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করেছেন।'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্টের এই সমাজসেবামূলক কাজ এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। 'শ্রী' চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্ণধার সমীর বোস ও সুরভি বোস জানালেন এই ট্রাস্ট ২০১২ সালে গঠিত হয়।প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই ট্রাস্ট নানা সমাজসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনে প্রতিমাসে একটি করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে।কলকাতার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত থেকে আয়োজকদের উৎসাহ জুগিয়েছেন।

বজবজ–২ ব্লকে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ জুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটাতে দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি স্বপন

রায়, বিডিও জ্যোতিপ্রকাশ হালদার, নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্র, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৮৭ জন রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির সফল করতে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত কান্তি বিশ্বাস বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেই মহিলা ফৌজে যাওয়ার স্বপ্ন অঞ্জলির

মলয় সুর, চন্দননগর : ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিলে কাজ করেন বাবা অরুণ পাটোয়ার। বাবার একার আয়ে পাঁচজনের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেই অদম্য ইচ্ছাশক্তির জেরে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২৯২ নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন চাঁপাদানি রামদুলারী হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রী অঞ্জলী পাটোয়ার। অঞ্জলীর ইচ্ছা আগামীদিনে কলা বিভাগে পড়ার। পরবর্তী সময়ে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে মহিলা বিভাগে ফৌজে চাকরি করতে চায়। কিন্তু এই অঞ্চলে হিন্দি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি না থাকার জন্য বহুদূর তেলিনীপাড়ায় মহাত্মা গান্ধি হাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। অ্যাঙ্গাস জুট মিল লাইনে এক কামরায় মাথা গোঁজার মতো ঘরে পাঁচজনকে নিয়ে থাকে অঞ্জলির বাবা অরুণজী। অরুণজী বলেন, মিলে কোনও দিন কাজ জোটে, আবার কোনও দিন জোটে না। আমার সামান্য রোজগার দিয়েই কোনও রকমে সংসার চলে। মেয়ে এবার মাধ্যমিক পাশ করল।

প্রসঙ্গত, তার বড় ছেলে বিশাল জন্ম অন্ধ। সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে। মেজভাই সঞ্জয় তারও চোখে প্রবলেম রয়েছে। মাধ্যমিকে অঞ্জলি পেয়েছে ইংরাজিতে ৪২, গণিতে ২৫, হিন্দিতে ৫৭, ইতিহাসে ৬০, জীবনবিজ্ঞানে ৩৮, পদার্থবিজ্ঞানে ২৫, ভূগোলে ৪৪, প্রতিদিন সে ৫ ঘন্টা করে পড়াশোনা করত। তার দুটি প্রাইভেট শিক্ষক ছিল। মা সুনীতা পাটোয়ার কয়েকমাস আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছেন। তাদের আদি বাড়ি বিহারের শ্রীমন জেলায়। বহুদিন ধরে বাংলায় রয়েছে। তবে সে প্রথম পাটোয়ার পরিবারে মাধ্যমিক পাশ করে শিক্ষার আলো প্রবেশ করাল। টাকার জন্য অঞ্জলি মাধ্যমিকের সব বই কিনতে পারেনি। অনেকে তাকে পুরনো বই দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ভবিষ্যতে ফৌজে যাওয়ার জন্য এনসিসি করে। অবসর সময়ে অঞ্জলি গান করে। তাঁর পছন্দের শিল্পীরা হলেন অরিজিৎ সিং, কিশোরকুমার, শ্রেয়া ঘোষাল প্রমুখ।

কলকাতার প্রথম মেয়র স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রয়াণদিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানায় গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেমীকদের জীবনি ও কর্মজীবন তুলে ধরে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও দেশ সেবায় নিয়োজিত করতে তাঁর মৃত্যু দিনে শপথ নেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্রথমে স্যালুটের মাধ্যমে তাকে সম্মান জানানো হয়। এরপর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে ছিল দেশবন্ধুর রচিত কবিতা, আবৃত্তি এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

দর্শনার্থী বাড়ছে ধাত্রীদেবতা সংগ্রহশালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাভপুর – প্রত্যেকদিন দর্শনার্থী বাড়ছে তারাশঙ্কর স্মৃতি বিজড়িত 'ধাত্রীদেবতা' সংগ্রহশালায়।

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামের কথা বললে মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাড়িবাড়ি 'ধাত্রীদেবতা' নামেই পরিচিত। বীরভূম জেলা প্রশাসন ও 'লাভপুর সংস্কৃতি বাহিনি'র যৌথ উদ্যোগে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে গড়ে উঠেছে সংগ্রহশালাটি। এইবছরের ১ বৈশাখ থেকে জনসাধারনের প্রবেশের জন্য সোমবার বাদে সপ্তাহের বাকী ছয়দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয় এই সংগ্রহশালাটি। প্রবেশমূল্য মাত্র ৫ টাকা। ৫ টাকার টিকিট কেটে সংগ্রহশালাটি দেখতে হয়। সংগ্রহশালাটি দেখাশুনার সঙ্গে যুক্ত রত্না মুখার্জী। রত্নাদেবীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, মে মাসের ৩১ দিনে ৮৯ জন, ১ থেকে ৭ জুন পর্যন্ত ২৬ জন, ৭ জুন ১৩ জন দর্শনার্থী ঘুরে দেখেছেন 'ধাত্রীদেবতা' সংগ্রহশালাটি। রত্নাদেবীর কাছ থেকে জানা যায়, বীরভূম জেলার মানুষ ছাড়াও সুদূর জাপান, নবদ্বীপ, মধ্যমগ্রাম সহ বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন সংগ্রহশালাটি দেখতে। ফিরে যাওয়ার আগে তারা খাতায় লিখে যান তাদের অমূল্য মন্তব্যগুলি।

কিছু মাস আগেই লাভপুরের 'ধাত্রীদেবতা' সংগ্রহশালাটি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। ন্যারোগেজের পরিবর্তে বড়োলাইনের কাজ চলছে আহমেদপুর থেকে কাটোয়া (ভায়া – লাভপুর, কীর্ণাহার, চৌহাট্টা) পযন্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নতি হলে তারাশঙ্কর স্মৃতি বিজড়িত 'ধাত্রীদেবতা সংগ্রহশালা'য় আরো দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে আশা লাভপুরবাসীর।

ম্যানগ্রোভ কেটে মেছোভেড়ি

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি স্থানীয় নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের প্রধান পবিত্র মন্ডল–সহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় যুবক এই ম্যানগ্রোভ নির্বিচারে কেটে মেছোভেড়ি তৈরি শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে জেসিবি দিয়ে ম্যানগ্রোভ কেটে চলছে মেছোভেড়ির সীমানা তৈরির কাজ। এই ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু অভিযুক্তরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় প্রশাসন কোনও সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসী বলাই মাইতির অভিযোগ, 'একসময় এখানে সরকারিভাবে গাছ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান গায়ের জোরে প্রভাব খাটিয়ে সরকারি সেই গাছ কেটে মেছোভেড়ি তৈরি করছেন। প্রশাসন বেআইনি কাজ বন্ধ না করলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচব না আমরা।' অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান পবিত্র মন্ডল বলেন, 'ওই এলাকায় আমাদের জমিদারি ছিল। নদীগর্ভে সেই জমি চলে গিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে আমরা মেছোভেড়ি তৈরি করছি। এরকম প্রচুর হয়।'

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্য্যালয় সোনারপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা

স্মারক নং–১১২৮/এসএনবি তাং–১৪/০৬/২০১৭

দক্ষিন ২৪ পরগনা সোনারপুর ব্লকের অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে এক বছরের জন্য গ্রাম রোজগার সেবক পদে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের চুক্তিবদ্ধ করান হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা
খেয়াদহ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১
খেয়াদহ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত	গ্রাম রোজগার সেবক	১

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রার্থীকে অবশ্যই উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বিজ্ঞান শাখায় ৫৫% প্রাপ্ত নম্বর।

২) কম্পিউটার বিষয়ক যোগ্যতা : প্রার্থীকে যে কোনও অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার ব্যবহারিক বিষয়ে কমপক্ষে ছয়মাসের প্রশিক্ষণ উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩) স্থায়ী বাসিন্দা ও বয়স – প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে এবং ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরের কম হতে হবে এবং বাহিরে কাজ করবার জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

উপরিউক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বিশদ বিবরণ সহ নির্দিষ্ট আবেদন পত্র পাইতে গ্রাম পঞ্চায়েতে অথবা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সোনারপুর ব্লক, দক্ষিন ২৪ পরগনার যোগাযোগ করিতে হইবে। আবেদন পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিষয়ের স্বপ্রত্যায়িত অনুলিপি সহ আগামী ৩০–০৬–২০১৭ তারিখের মধ্যে সোনারপুর ব্লক অফিসে জমা দিতে হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের আদেশনামা অনুসারে মাসিক চুক্তি ভাতা প্রদান করা হইবে।

স্বাক্ষর
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সোনারপুর, দক্ষিন ২৪ পরগনা

১১২৮/এসএনবি/১৪.০৬.১৭

আপনার বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার

আবার অরিন্দম

নানা বিপদ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে সচেতনতা করাই যার কাজ সেই প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য ফের ফিরে এলেন আরও কয়েকটি নিবন্ধ নিয়ে। এর আগে আলিপুর বার্তায় ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকটি সাড়া জাগানো প্রবন্ধ লিখে ইতিমধ্যেই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। এবারের ৫টি প্রবন্ধ আপনাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি।

অভিযোগ : আজ বেলা একটার সময় আমি ছেলে মেয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করে তিনজনে টিভি দেখছিলাম। সদর দরজায় বেল বাজতে আমি দরজা খুলতেই ভাল ড্রেস এবং টাই পরা দুটি ছেলে জানায় যে তারা গ্যাস কোম্পানি থেকে এসেছেন। আমার গ্যাস সিলিন্ডার থেকে নাকি অল্প অল্প করে গ্যাস লিক করছে যা আমরা বুঝতে পারছি না। যে কোনও মুহূর্তে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে গিয়ে বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে। গ্যাস কোম্পানি ওদের বাড়ি বাড়ি চেক করে হয় গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ ঠিক করার জন্য নয়তো গিয়ে এক দুঘন্টার মধ্যে নতুন গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ওরা ওদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কিছু কাগজপত্র সহ ওদের আইডেনটিটি কার্ড দেখালে আমি ভয়ে ওদের ঘরে ঢুকে এখনই সিলিন্ডারটি চেক করার কথা বললে ওরা বলতে গেলে বিদ্যুৎগতিতে ঘরে ঢুকেই রান্না ঘরে চলে যায় এবং সিলিন্ডার ধরেই আমায় ডেকে প্রায় শাসন করার ভঙ্গিতে বলতে থাকে, দেখে যান গন্ধ নিয়ে দেখুন কি ভাবে আস্তে আস্তে গ্যাস লিক করছে এ বাড়িতে আজ আমরা না এলে চরম সর্বনাশ হতো...

আমি সত্যিই পরীক্ষা করে দেখি গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করছে। আমার সন্তানরাও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমি ওদের অনুরোধ করে বলি আজই সিলিন্ডার নিয়ে গিয়ে সারিয়ে যেন যত তাড়াতাড়ি ওটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ফলে ওরা দ্রুত পরিষেবার দায়িত্ব নিয়ে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে ৫০০ টাকার একটা বিল দিলে আমি সাথে সাথে টাকাটা দিয়ে দেই, ওরা জানায় তিন চার ঘন্টার মধ্যে সিলিন্ডার সারিয়ে ফেরত দিয়ে যাবে। কিন্তু রাত আটটা বেজে গেলেও ওরা আর ফিরে না আসায় আমার মনে হচ্ছে আমি প্রতারকের পাতা ফাঁদে পা বাড়িয়ে সর্বনাশ করেছি। এখন দেখছি একইভাবে আমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বাড়ি থেকে প্রায় সাত আটটা সিলিন্ডার ওরা ম্যাটাডোর গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছে ওদের দুজনের গলাতে গ্যাস কোম্পানির

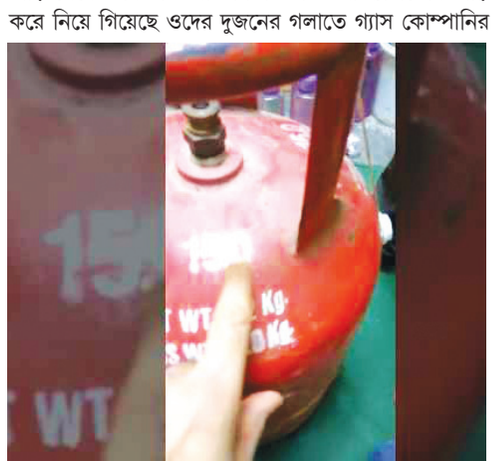

আইডেনটিটি কার্ড লাগান ছিল, বহু বার ওদের দেওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করলেও সুইচ অফ বলছে, আপনি দয়া করে...

তদন্তে জানা যায় সমস্ত ব্যাপারটাই ভুয়ো, এরা কিছু কিছু গ্যাস সিলিন্ডারের গোডাউন এবং দোকান থেকে কিছু অসাধু কর্মচারির সাহায্যে প্রচুর গ্রাহকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় ঠিক এই ভাবে সিলিন্ডার নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। এরা সাধারণত দুপুরের সময়টা বাড়িতে যেতে পছন্দ করে। কারণ ওরা জানে বাড়ির কর্তা এই সময় কাজে বাড়ির বাইরে থাকে। এই কাজ হাসিল করতে আইডেনটিটি কার্ড, বিল বই, গ্যাস কোম্পানির সিলমোহর, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সব জাল করে মানুষকে বোকা বানাবার জন্যে তৈরি করে, ওদের দেওয়া ফোন নম্বরটিও ভুয়ো, এরা প্রায় সবাই শিক্ষিত ছেলে, প্রচন্ড স্মার্ট। ২০টি ছেলে এই কাজে যুক্ত ছিল। প্রায় ২৫০টি গ্যাস সিলিন্ডার হাওড়া ঘুসড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি ওরা দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে নিজেরাই গ্যাস সিলিন্ডারের রেগুলেটর ঘুরিয়ে গ্যাস বের করার কায়দাটা ক্ষিপ্র গতিতে করে নেবে। আপনি বুঝতেই পারবেন না কি করণীয় এই ধরনের কোনও ছেলে বা মেয়ে আপনার বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকতে চাইলে কখনও ঢুকতে দেবেন না। কেউ এলে বলবেন, ''আপনাদের পরিচয়, নাম, কোথা থেকে কি কারণে আমার বাড়িতে এসেছেন এবং আমার বাড়ির ঠিকানা কোথা থেকে পেয়েছেন বলুন? আমি লোকাল থানায় এবং গ্যাস কোম্পানিকে ফোন করে জানাচ্ছি। আপনারা এখন এখানে দাঁড়ান।

পাঠকদের জানাচ্ছি দেখবেন যে বা যারা প্রতারনা করার জন্য এসেছিল সবাই পালিয়ে যাবে। সত্যিই এমন ঘটনার সম্মুখীন হলে লোকাল থানার সাহায্য নিতে ভুলবেন না। যদি থানার ফোন নং না জানেন তবে কলকাতায় হলে লালবাজার ২২১৪৩২৩০, ২২৫০৫০০০ (১০৯১, ১০৯০এই নম্বর মোবাইল থেকে করলে ০৩৩ দেওয়ার প্রয়োজন নেই) এবং পশ্চিমবঙ্গের যে প্রান্তের হোক নবান্ন ফোন নম্বর ২২১৪ ৫৪৮৬ এবং ভবানীভবন ২৪৭৯৪০৪৪ থেকে থানার নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করলে উপকৃত হবেন।

বীরভূমের কিশোরের আবিষ্কার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জলের ট্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গরমকালে রোদে পোড়া ট্যাঙ্কের জলে স্নান করার সময় ছ্যাঁকা খাননি এমন মানুষ আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশেষ করে যাঁরা একটু বেলায় স্নান করেন তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শীতকালে সমস্যাটা উল্টো। এ সময় যারা বেলায় স্নান করেন তাদের পোয়াবারো। যাদের কাকভোরে স্নান করে কাজে বেরোতে হয় অসুবিধে তাদের। গায়ে জল ঢালামাত্র জমে যাওয়ার উপক্রম হয়।

বীরভূমের মাড়গ্রাম হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্যামল দাস এই সময়ের ছেলে। এরা সমস্যার কথা ভেবে মাথা না খারাপ করে সমাধান খোঁজায় মন দেয়। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও যায়। শ্যামল এমন এক ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে সেখানে জল গরমকালে থাকবে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম। তার এই সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ামাত্র ডাক এসেছে জাপান থেকে। শ্যামল সেখানে সাকুরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নেবে।

শ্যামলের বাবা গোপীনাথ দাস পেশায় তাঁতশিল্পী। অভাবী পরিবার। দিনমজুরিতে তাঁত বুনে সংসার চালাতেই গোপীনাথবাবুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। সংসারের অভাব মিটিয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগাতে পারেন না। কিন্তু তাতে কিছু আটকায়নি। মেধাবী ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়েছে গোটা স্কুল।

অভিনব এই জলাধারের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় শ্যামলের ছাড়পত্র মিলতে পারে, এই আশায় গবেষণার যাবতীয় খরচের ভার নিয়েছেন শিক্ষকেরা। ট্যাঙ্ক তৈরির ভাবনার গোড়াপত্তন কয়েক বছর আগে। তখন শ্যামল সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে নিজেই জানিয়েছে, এই ট্যাঙ্কে গরমকালে জল থাকবে ঠাণ্ডা আর শীতকালে গরম। কিন্তু কীভাবে সম্ভব হবে এই উলটপুরাণ? শ্যামলের নিজের কথায়, 'ট্যাঙ্কে থাকবে দুটি স্তর। দুই স্তরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটি বালি দিয়ে ভরা। গরমকালে ট্যাঙ্কের ঢাকনা হবে কাঠের। জল ভরার সময় কিছু জল উপচে পড়বে মধ্যবর্তী বালির স্তরে। ফলে বাইরের তাপ ভিতরে যেতে পারবে না। শীতকালে পিভিসি পাইপের বদলে তামার পাইপ লাগাতে হবে। ঢাকনা হবে কাচের। এতে জল থাকবে গরম।'

জলাধারের মডেল গড়ে শ্যামল জেলা এবং রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু ওই একই মডেল দিল্লির সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। এরপরেই দূতাবাসের মাধ্যমে বিষয়টি জাপান সরকারের নজরে আসে। ডাক আসতে দেরি হয়নি। ২৮ মে থেকে ৩ জুন পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনী হবে জাপানে। সেখানে প্রদর্শিত হবে শ্যামলের তৈরি জলাধার।

সব মিলিয়ে খুশির হাওয়া মাড়গ্রাম হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষক সমীরণ মোস্তাফা বিশ্বাস বলেন, 'ছোট থেকেই শ্যামল মেধাবী। ওর বিজ্ঞানমনস্কতায় আমরা সবাই খুশি। আমরাই স্কুল থেকে ওর পাসপোর্ট করে দিয়েছি। সরকার যদি ওকে একটু সাহায্য করে তাহলে ও অনেক দূর যাবে।' ছেলেকে নিয়ে গর্বের ছোঁয়া বাবা গোপীনাথ দাসের চোখেও। তিনি বলেন, 'আমরা গরিব। মাটির বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকি। ছেলের এই সাফল্যে আমরা গর্বিত। তবে মাস্টারমশাইদের সাহায্য না পেলে এসব হত না।'

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়ারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে

নিজস্ব সংবাদাতা: রাজ্যে একসময় সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার প্রচুর চাহিদা ছিল কেননা বিভিন্ন আই টি কোম্পানীগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে তাদের প্রয়োজনমতো প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়ে যেত। এখন সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। চাকরির বাজার অনেক সঙ্কুচিত হয়েছে। বহু ছেলে মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেকার। অনেকে আবার আইটি কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে কারণ বর্তমানপ্রযুক্তি বিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে পুরানো হয়ে যাচ্ছে। এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর অনেককে ব্যাঙ্কের করণিক পদে দরখাস্ত করতে দেখা যাচ্ছে। রাজ্যে হাজার হাজার শিক্ষিতপ ড়ুয়া চাকরির জন্য দিশেহারা,প্রতিযোগিতা মূলকপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনেকধরণের পেশাগত কোর্স করছে। তাতেও খুব একটা লাভবান হচ্ছে না। অথচ এই রাজ্যে ব্যাঙ্কগুলির শাখায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের পড়শি রাজ্য বিহার ও ওড়িশার অনেক মধ্য মেধার যুবক যুবতী নিশ্চিন্তে কাজ করে চলেছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার জন্য কথোপকথনে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সমস্য সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে ব্যাঙ্কের ব্যবসার বেশ ক্ষতি হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক ও যুবতীদের

সফলতা না পাবার কারণ সঠিক পদ্ধতিতে কলেজ জীবনের খুব শুরু থেকে স্থির লক্ষ্য রেখে নামজাদা প্রতিষ্ঠানে সঠিক কোর্স করে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসারপ্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নেওয়া। দু:খের বিষয় আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের সঠিক রাস্তা দেখানোর মতো কোনও প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে এই রাজ্যের পড়ুয়ারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ যে এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে রাজ্যের সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ তাদের কলেজের সাথে মুম্বইয়ের একটি নামজাদা প্রতিষ্ঠান যাদের আইবিপিএস পরীক্ষার ধরণ এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেঅভিজ্ঞ এবং বাস্তব জ্ঞান আছে তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উন্নতমানের একটি চারমাসের কোর্স অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষামন্ডলী দ্বারা এই জুন মাস থেকে চালু করতে চলেছে। এতে আইবিপিএস দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কিং পরীক্ষায় কি ধরনের প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হতে হয় এবং অন্যান্য বিষয়গুলি জানার সুবিধা হবে। তার ফলে রাজ্যের অনেক চাকুরিপ্রার্থী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কিং পরীক্ষাগুলিতে সফল হতে পারবে।

ক্যামেরা ড্রোন তৈরির প্রথম বাঙালি কারিগর গাজোলের হরিচরণ

জয়দেব সাহা : বাঙালি সমাজে প্রতিভার আকাল কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাঙালি তার প্রতিভা বিকাশের চিরকালীন ক্ষেত্র ছেড়ে যেভাবে বিচিত্রগামী হয়েছে তা কি আগে কখনও হয়েছে? বাঙালি কিশোর মেসি-বিরাট কোহলির জন্য গলা না ফাটিয়ে, রণবীর-দীপিকার সিনেমা না দেখে ড্রোন তৈরি করছে, সেই ড্রোন ৮০০ মিটার উঁচুতে উঠে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলতে পারে— অদূর বা সুদূর অতীতে এরকম হয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ এই নিদারুণ কঠিন কাজটা প্রায় অবলীলায় করে ফেলেছে হরিচরণ। হরিচরণ সরকার। দেখলে মনে হবে যে এতটাই লাজুক যে নিজের নামটাও বোধহয় ঠিক করে বলতে পারবে না। এত আস্তে কথা বলে, মাইকেও স্পষ্ট শোনা যায় না। কিন্তু রিমোটের সাহায্যে ড্রোন উড়িয়ে দেখানোর সময় তার চোখদুটো ঝকঝক করে। গ্রামের ছেলের কিছু করে দেখানোর প্রতিজ্ঞা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার প্রমাণ যুগে যুগে পেয়েছে ভারতবর্ষ।

হরিচরণের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে যেতে হবে মালদহ। সেখানে

গাজোল মহকুমার সালাইডাঙা অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম ইদামের এক কৃষক পরিবারের একমাত্র সন্তান হরিচরণ। বাবা হারাধন সরকার। মা ছায়া সরকার গৃহবধূ। পড়ে একাদশ শ্রেণিতে। গাজোল হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগে। থাকে গাজোলের কদুবাড়ি ছাত্রাবাসে। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানমনস্ক হরিচরণ অনেকদিন ধরেই উড়তে পারে এমন কিছু তৈরি করার কথা ভাবছিল। একদিন ইন্টারনেটে ড্রোনের ছবি দেখে সে ড্রোন বানানোর কথা ভাবতে শুরু করে। যে ড্রোন সম্পূর্ণ তার নিজের ভাবনায় তৈরি হবে। কিন্তু রাস্তা পেলেই তো আর হলো না, লক্ষ্যে পৌঁছতে টাকা লাগবে। কে দেবে টাকা? অনেক ভাবনাচিন্তা করার পর একটা উপায় পাওয়া গেল। হরিচরণ বারো হাজার টাকা বাবার কাছ থেকে ধার করল। সেই টাকায় কেনা হলো ৪টি মোটর, প্রপেলর, ৪টি স্পিড কন্ট্রোলার, ব্যাটারি, ফ্লাইট কন্ট্রোলার বোর্ড, রিসিভার— এমনকী একটা ৫ মেগাপিক্সল ক্যামেরাও। অ্যালুমিনিয়াম পাত দিয়ে তৈরি হলো মূল কাঠামো। তারপর মাসখানেকের লাগাতার পরিশ্রম। হরিচরণের সহপাঠীরা জানিয়েছে, সে নিজের খেয়ালেই কাজ করত। কী তৈরি করছে সেই বিষয়ে কাউকে কিছু বলত না। বরাবরই সে কম কথা বলে। যেদিন প্রথম সে তার ড্রোন উড়িয়ে দেখাল সেদিন তো বন্ধুরা থ। ইদামের কেউ এর আগে ড্রোনের নামই শোনেনি। অথচ তাদেরই একজন বানিয়ে ফেলল। অবাক না হয়ে যায় কোথায়! বন্ধুরা ভালোবেসে তার নাম দিয়েছে পাগল বিজ্ঞানী।

হরিচরণের অবশ্য বক্তব্য, তার এই ড্রোন ততটা শক্তিশালী নয়। আরও ৪০-৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলে সে আরও উন্নতমানের ড্রোন তৈরি করতে পারে। বাজারে এখন যার দাম দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকা। গাজোল হাইস্কুলের শিক্ষকেরা তার পাশে আছেন। ছাত্রগর্বে গর্বিত প্রধানশিক্ষক ননীগোপাল বর্মণ ভবিষ্যতে হরিচরণকে সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কতটাই বা সাহায্য করতে পারেন! হরিচরণের এখন সরকারি সাহায্য প্রয়োজন। একমাত্র সরকারই পারে হরিচরণের মতো কিশোর প্রতিভাকে তার যথার্থ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে।

উচ্চমাধ্যমিকে নজির গড়ল উস্তির মালঞ্চ মিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : প্রচারের প্রাচুর্যে নয়, সাফল্যের স্বীকৃতিতে সার্থক মালঞ্চ মিশন। ২০০৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তিতে এই মিশন গড়ে ওঠে, প্রথমের দিকে এই মিশন অনেক বাধায় পড়ে। ২০০৯ সালে প্রথম উচ্চমাধ্যমিকে পরীক্ষায় বসে এই মিশন তবে সব বাধা রেকর্ড ছাপিয়ে চলতি বছরে নজির গড়ল মালঞ্চ মিশন। সারা রাজ্যে ১৪ তম হল সাহাবাজ আহমেদ শেখ, সাহাবাজের প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৬ (৯৫.২%) আর এস এম জাকারিয়া রাজ্যে ১৯তম হয়, জাকারিয়ার প্রাপ্ত নম্বর ৪৭১ (৯৪.২%)। ইতিমধ্যে মিশনে আনন্দে উচ্ছাসে মেতে ওঠে সবাই। দুজনেই বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র।

উস্তির নাজরা ছোট্ট পরিবারে বেড়ে ওঠা শাহাবাজ আহমেদ শেখের। বাবা আবদুল গফুর শেষ কষ্ট করে ছেলেকে পড়াশুনা করায়। মালঞ্চ মিশনে ছোটবেলা থেকে পড়াশুনা, বিনামূল্যে থাকত এই মিশনে। সমস্ত নিঃখরচায় চলত। বিদ্যালয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করত শিক্ষক আক্রম শেখ। বন্ধুরাও পড়াশুনায় উৎসাহ দেখাত। শাহবাজের একমাত্র ইচ্ছে ডাক্তার হয়ে গ্রামে বিনামূল্যে চিকিৎসা করার। পরিবারে সবাই উচ্ছ্বসিত।

রাজ্যের ১৯তম এসএম জাকারিয়া উস্তির বানেশ্বরপুরের ছেলে। অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা পছন্দের। ভবিষ্যতে পদার্থ বিষয় জাকারিয়াকে উৎসাহ দিত। দিনে ৮-১০ ঘন্টা পড়াশুনা করত জাকারিয়া। মিশনের সহকারী সম্পাদক মহীউদ্দিন মোলা সর্বতভাবে ছেলেদের পাশে থাকত। জাকারিয়া বলে আমি মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছি।

মালঞ্চ মিশনের সহকারী সম্পাদক মহীউদ্দিন মোল্লা বলেন আমরা সমস্ত ভাবে সাহায্য করি ছেলে মেয়েদের। পড়াশুনার পাশাপাশি ইসলামিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মিশনের সম্পাদক আবদুর রউফ বৈদ্য বলেন, এ বছর আমাদের ৪০ জন পরীক্ষা দেয়। ২১ জন ছাত্র ১৯ জন ছাত্রী। ৯০ শতাংশের ওপর ৪ জন পেয়েছে। তিনি বলেন আমাদের এখানে যত্ন সহকারে ছেলেমেয়েদের পড়ানো হয় নিঃখরচায়, যে কোনও রকমভাবে সাহায্য করা হয়, আমরা খুব গর্বিত এই রেজাল্টে।

মাঙ্গলিকী

ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মরণ সভা

গত ৬ই মে জীবনানন্দ সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল উপরোক্ত স্মরণ সভা। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা; ঘড়ির কাঁটার সাথে মিলিয়ে বিকাল ৫টাতেই অনুষ্ঠান শুরু হল (কোনও বিশিষ্ট জন তখনও আসেননি তাই অনুষ্ঠান শুরু হতে দেরী হবে— এরকম কোনও ভাবনাচিন্তা আসে না সমগ্র অনুষ্ঠানের নিয়ামক ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের মনে— সশ্রদ্ধ অভিবাদন!)।

ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন তাঁর আন্তরিক স্বাগতঃ ভাষণের মধ্যেই অতি বিনীত অথচ দৃঢ় ভাবে সকলকে বললেন, সকলে যেন মোবাইল ডিসক্রিট করেন, পাশের লোকের সাথে কথা না বলেন, ঘরে চলাফেরা না করেন, অন্ততঃ সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রথম দুটি পর্ব চলাকালীন। অতীব আনন্দের বিষয় শুধু দুটি পর্বেই নয়, সারা সন্ধ্যার অনুষ্ঠান চলাকালীন ডঃ বর্ধনের অনুরোধ পালিত হল— 'ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন/অরুণা বর্ধন স্মরণ সভা'-র এটাই হল চিরকালীন ম্যাজিক!'

অনুষ্ঠানের শুরু ইদানিং গোষ্ঠীর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে, পরিচালনায় ছিলেন গোষ্ঠীর কর্ণধার জয়ন্ত রসিক। এরপর ১ মিঃ নীরবতা পালন করা হয় প্রয়াত ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, স্বপন দাস, গৌরী বসু, বিমল মুখোপাধ্যায় ও ডঃ জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যোর্তিময় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এরপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা অঞ্চল থেকে দূরাভাষে 'দাদু'কে শ্রদ্ধা জানালেন পৌত্রী তথা কবি অনুস্মিতা সূর; এই সাথে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে। এরপর মঞ্চে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে আসন গ্রহণ করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র; এই সাথে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে আরও আসন গ্রহণ করেন শিক্ষাবিদ মহঃ আবদুল ওহাব, মহিষাদলের বিখ্যাত নাট্যকর্মী অশোক কুমার লাটুয়া ও 'চিকন' পত্রিকার সম্পাদক মেঘনাদ দাস। বিশিষ্ট জনেরা মঞ্চে একপাশে রাখা ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, স্বপন দাস ও গৌরী বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন, পরে অন্যরাও করেন।

মূল অনুষ্ঠানের শুরু হল প্রতিবারের মতন এবারেও জাদুকর সোনালি কর্মকারের সুনির্বাচিত ও যথাযত জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে— জাদুর মাধ্যমেই প্রয়াতদের শ্রদ্ধা জানান হল। এরপর প্রথমে স্তোত্র পাঠ, পরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রয়াতদের শ্রদ্ধা জানালেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী। এক ফাঁকে সকলকে জানানো হল এই অনুষ্ঠানের তথা ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মৃতি রক্ষা কমিটি ও জনসমুদ্র পত্রিকা গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছেন শিল্প মনন, ইদানীং, আলোর দিশা পদার্পণ, মন ক্যামেরা, কচিকাঁচা সবুজ সাথী, তারুণ্য, বাঙালীর মন, শব্দ কিরণ, ত্রিসপ্তক, সবুজ বার্তা, নব উদ্দীপন, কৃষ্ণচূড়া, মহিলা কথা পত্রিকা। অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার হল আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ মহঃ আবদুল ওহাব পবিত্র কোরাণ থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করলেন বাংলা তর্জমা সহ যা গীতায় আছে সে কথাই আছে কোরানে, তা বোঝা গেল (সর্বধর্মই হল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার ভিন্ন ভিন্ন পথ'— ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের উপলব্ধি)।

অতঃপর মঞ্চে জনাব ওয়াহব সাহেবেকে গলায় উত্তরীয় পরিয়ে যথাযথ সম্মান জানালেন ডঃ সমরেন্দ্র নাথের পৌত্র ডাঃ দিবাঞ্জন রায়। এরপর 'মন ক্যামেরা' পত্রিকার সম্পাদক তথা সঙ্গীত শিল্পী ডাঃ রূপালি বিশ্বাস ও আরও দুই মহিলা শিল্পী সুমিতা সেন, মৌমিতা বোস অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ('আমার ভিতর বাহিরে')। এরপর আরও সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সুজিত দেবনাথ (স্বরচিত, স্ব সুরাপিত), দেবাশিস মল্লিক প্রমুখ। পরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন বনানী ব্যানার্জী ('জীবন মরণ সীমানা ছাড়িয়ে')। এদিন আবৃত্তিতে আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তী, আগের উদয় চক্রবর্তীকে ছাড়িয়ে গেলেন ('আমি সুভাষ বলছি')! আবৃত্তি প্রসঙ্গে এদিন স্মৃতি মাধুরী দাসের আবৃত্তির কথাও উল্লেখ করতে হয়।

আবার আসরে সঙ্গীত পরিবেশনের কথায় ফিরে এসে মহিষাদলের প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী সোমনাথ মাইতির পরিবেশিত দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা বিশেষ উল্লেখ্য 'এই কথাটি মনে রেখো' ও 'আগুনের পরশমণি'। অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই টালিগঞ্জের অকাল প্রয়াত আবৃত্তিকার, শ্রুতি নাট্যকর্মী, প্রশিক্ষক অতীশ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানান ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। ডাঃ সুমিত্রা ঘোষ (ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের কন্যা) প্রয়াতা সাহিত্য মনস্কা গৌরী বসুর (ডঃ সমরেন্দ্র নাথ ঘোষের আর এক কন্যা) স্মৃতি চারণা করেন। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষ ঔজ্জ্বল্য পেল বালিকা সৌমশ্রী দাসের অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনে ('শ্রাবণের ধারার মতন'— কণ্ঠ সঙ্গীতে সহযোগিতায় ছিলেন ডঃ রূপালি বিশ্বাস)। আরও 'অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনালেন অভিজিৎ বটব্যাল ('সহে না যাতনা')। অদিতি রায়ও শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীত। এক ফাঁকে ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন তাঁর স্মৃতি থেকে শোনালেন তাঁর বাবা-মার অতি কৌতুকপূর্ণ, সুরুচি সমৃদ্ধ কথোপকথনের টুকরো টুকরো অংশ ('গানগুলি মোর শৈবালের দল'...)। অনুষ্ঠানে আলোর দিশা ও জনসমুদ্র পত্রিকা দুটির সাম্প্রতিক সংখ্যার প্রকাশ ঘটল। এছাড়াও আসরে স্বরচিত কবিতা শোনালেন দীপান্বিতা হক, সবিতা বেগম। এই প্রতিবেদকের বিশেষ অনুরোধে জয়ন্ত রসিক শোনালেন তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা 'এদেশ সে দেশ নয়'। বাঙ্গালোর থেকে আগত বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী (?) স্তোত্র পাঠ সহ শোনালেন অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত। আরও স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন পরিতোষ সামন্ত পাপিয়া দে দাস। অনবদ্য আবৃত্তি শুনিয়েছেন মৌসুমী ভট্টাচার্য্য (রবীন্দ্রনাথের 'সবলা'। বিশেষ স্মৃতি চারণা করেন অনেকেই যাঁর, তিনি হলেন মহিষাদল থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা শিল্পমননের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, স্বপন কুমার দাসের। তাঁর সুযোগ্য পুত্র পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক স্বর্ণেন্দু শেখর দাস বিভিন্ন জনের হাতে পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে বিবিধ উপহার তুলে দেন (ছিল খাদ্য প্যাকেটও যা অনুষ্ঠান শেষে সভাঘরের বাইরে তুলে দেওয়া হয় কোনও প্রচার ছাড়া!...)।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনকে মঞ্চে যে দুজন দক্ষতার সাথে সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন ডাঃ রূপালি বিশ্বাস ও সুকবি ঝুনু ভৌমিক। যিনি স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছেন। ৮৭-তে পা দেওয়া সুকবি, সুসাহিত্যিক, নব উদ্দীপন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ দাসের উপস্থিতি সভাকে বিশেষ অলঙ্কৃত করে। এবারে যাঁরা ডঃ সমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মারক সম্মান পেলেন তাঁরা হলেন সুরজিৎ সিনহা (কর্ণধার : 'শিল্পকৃতী, মহিষাদল) আবদুল মান্নান (সাহিত্যিক বাচিক শিল্পী, 'ইদানীং' গোষ্ঠী), বনানী ব্যানার্জী (সঙ্গীতজ্ঞা, জাদুশিল্পী) ও পুলক কুমার চ্যাটার্জী (সম্পাদক, 'গ্রামীন সবুজ রশ্মি' বীরভূম)। রাত্রি ৯টাতেই অনুষ্ঠান শেষ করতে হয়, সেটাই নিয়ম— তবে তাতে কি? সভাঘরের বাইরে আধো আলো আধো অন্ধকারে আড্ডা তো চলতেই পারে— সেটাই চলল যতক্ষণ না 'দ্বারী' এসে উচ্চকণ্ঠে জানালেন 'এবার রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে—' অতপরঃ সবাইকেই তখন ঘর মুখো হতে হল, মনে যদিও ভাব 'আরও বেশি হলে ক্ষতি কি?'

নজরুলের চিন্তার বিকৃতি ঘটে ছিল?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ জুন মুচিশা প্রাইমারি স্কুলের মাঠে গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রস্তুতি কমিটি নোদাখালির উদ্যোগে আয়োজিত হয় রবীন্দ্র নজরুল স্মরণ। ছোট মঞ্চের ব্যাক গ্রাউন্ড পুরোটাই কমিটির নাম লেখা বড ফ্লেক্স। আর মঞ্চের সামনে অতি ছোট সাইজের দুটি ছবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দূর থেকে সে ছবি চোখে পড়ার নয়। আলোচনা, সঙ্গীত আবৃত্তি, নৃত্য ও নৃত্যনাট্য এই উপাচারেরই কবি পূজা সারা হয়। অনেক অতিথি অভ্যাগতের

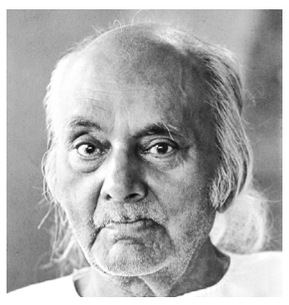

মধ্যে থেকে একমাত্র বক্তা ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা হেমেন মজুমদার। তিনি রবীন্দ্রনাথ শেষ করে নজরুলে প্রবেশ করে বলেন যে নজরুলের শিশুপুত্র বুলবুল মারা যাওয়ার পর তাঁর চিন্তায় বিকৃতি আসে— তাই শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিগীতি লিখতে শুরু করেন। মনোযোগী স্বল্প শ্রোতার উপস্থিতিতে ভাবসঙ্গীত পরিবেশ বজায় ছিল প্রথম থেকেই। তবে মাইক বিভ্রাট অনুষ্ঠান বিঘ্ন ঘটায় তন্দ্রা আচার্যের পরিচালনায় সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতি ভালো লাগে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী আলোরাণী পাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের আহ্বায়ক সুপ্রিয় রায়।

বার্ষিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি হাতিবাগারে স্টার কমিউনিটি হলে ''ওস্তাদ আমির খান ও পন্ডিত শ্রীকান্ত বাকরে স্মৃতি সঙ্গীত সংস্থার'' সারা দিন ব্যাপী অষ্টম বার্ষিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রধান অতিথি ক্রেতা সুরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাধন

পান্ডেকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন সংস্থার সম্পাদক সমীর জানা। মন্ত্রী তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক বক্তৃতার মাধ্যমে আকাদেমির নির্মাণের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সমাজকর্মী অসীম পান্ডাও এই ব্যাপারে সংস্থার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুরপিতা অনিন্দ্য কিশোর রাউত। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন সভাপতি ড. নির্মলেন্দু কুন্ডু ও সঙ্গীত শিল্পী সুনীত চট্টোপাধ্যায়। সমীর জানা অনুষ্ঠানটি তাঁর প্রয়াত মামা পীযূষ ঘটকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রাগ, বন্দিশ ও স্বরমালিকা পরিবেশন করে। ড. তনুজা নাফদে পরিবেশন করেন। মিয়াকী তোড়ী, বিলম্বিত ও তিন তাল ও পরে কাজরী পরিবেশন করেন যা শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট করে তোলে।

তাকে তবলায় তাপস গুহ ঠাকুরতা ও হারমোনিয়ামে অভিজিৎ চক্রবর্তী যোগ্য সঙ্গত করেন। সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধ বীনা বাজিয়ে পরিবেশন করেন মধুমন্তী রাগে আলাপ জোর ঝালাও গত ও পরে পাহাড়ী ধুন উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন। তবলায় অমিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক কথায় অনবদ্য। সেতার বাদক সুব্রত দে পুরিয়া ধনশ্রী রাগে আলাপ জোর ঝালাও গত পরিবেশন করে শ্রোতাদের বাকরুদ্ধ করেন। তবলায় ছিলেন পার্থপ্রতিম দাস। বেহাগ রাগে সরোদ বাজিয়ে মুগ্ধ করেন প্রতাপ কুমার। পরিশেষে সমীর জানা পরিবেশন করেন দরবারী কানাড়া রাগ বিলম্বিত, ঝাঁপ তাল, তিন তাল, বন্দিশ। তিনি রাগ পিলুর আকারে একটি হোলির গান পরিবেশন করেন। যথাযথভাবে তবলায় সহযোগিতা করেন প্রতিভাবান শিল্পী মনোজ পানডে। সমগ্র প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন মউ গুহ এবং রাজর্ষি ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

হীরালাল চন্দ্র : গত ৪ জুন সন্ধ্যায় দমদম নাগের বাজার যুগীপাড়া রোডে ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে রবীন্দ্র (১৫৭তম) শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক, জনসেবক ও সঙ্গীতপ্রেমী রামমোহন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন দুই প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী ডক্টর অর্চিতা ঘোষ এবং শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। সাথে পার্কাসন বাজিয়ে আপ্লুত করে দেন প্রতিভাবান শিল্পী অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান গেয়ে শোনান শ্রাবণী ভট্টাচার্য ও অমিত রায়। তবলা বাজান ধ্রুব বসু বিশ্বাস ও সমীর দাস। আবৃত্তি পাঠ করে আনন্দ দান করেন মনীষা মুখোপাধ্যায় ও নিমাই মুখোপাধ্যায়। গিটার বাজান রুমি বসাক। পরিচালনা করেন সম্পাদক বিশ্বনাথ সুর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্যামল চৌধুরী। সঞ্চালক ছিলেন সুজন সেন রায়।

রঙের উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৃষ্টি পরিচালিত অভিবন্দনার রঙের উৎসব শুরু হল ১৬ জুন আইসিসিআরএ। এদিনের উৎসবের সূচনা করলেন বিভিন্ন দিকপালেরা। ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর ওয়াসিং কাপুর, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সুদেষ্ণা রায়, আইসিসিআরএ-র ডিরেক্টর গৌতম দেব সহ আরও অনেকে। এক ঝাঁক চিত্রকরের আঁকা ছবির ক্যানভাসে পরিপূর্ণ এই চিত্রপ্রদর্শনী। এর সঙ্গে প্রদর্শনীতে রয়েছে টেক্সটাইল ডিজাইন সহ ভাস্কর্য। প্রদর্শনী চলবে ১৮ জুন অবধি। সময় দুপুর ৩টে থেকে রাত ৮টা।

একটি অনাবিল প্রস্তাব

গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলিয়ে দাও দৈবী বাণী শূন্য হৃদয়ে
বিলিয়ে দাও ধন্যবাদের মঙ্গল-স্তুতি
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিংসা প্রলয় অসুস্থতা
চতুর্দিক মুখরিত। সসাগরা সমর্পিত।
তবুও সজ্জন আলোতেও অন্ধকার
গুরুর জয়স্ত বাণীও হয়ে যায় ফ্যাসিস্ট কালচার।
মৃত্যুঞ্জয় হলাহল পান করে দর্পিত অসুর
জিতেন্দ্রিয় অমৃত পান করে দেবতা নিয়ে মানুষ
আজ পথে দাঁড়ায়, যার নীট ফল জটিলতা
যোগফল নির্বোধ-সমৃদ্ধ সকলের বন্ধু।
সেই বন্ধু শত্রু গড়ে, অর্থ লাভের পরে
আগুনের কাছে রক্ত-রাঙা চোখ নেয় অঙ্গারের স্বাদ
রক্তবীজের দল অবশেষে ছাই ঢাকা হয়
দৈবী তরোয়ালের মুখে

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

অদৃশ্য

জয়দেব দত্ত

এতদিন সার্কাসে খেলা চলছিল
ছোট ছোট বল নিয়ে
রঙ মাখা সুদৃশ্য বলগুলিতে
সুদক্ষ জোকারের হাতে
নিজস্ব ঘরানার খেলা –
সকলের নজর কেড়ে নিত।

এখন শুরু হয়েছে
বড় বড় বল দিয়ে খেলা
লাফালাফি, মারামারি, গুঁতোগুঁতি
আরও কত কি
নিজের হাতে বিচার করার ক্ষমতা নেই
প্রথম, দ্বিতীয় না হলে তৃতীয় জনের ওপর
ভরসা করে খেলা করতে হবে
এ যে বাজীকরের হাতে পুতুল হয়ে থাকা।

(কাটোয়া, বর্ধমান)

ডাইনোসেরাস ও পিপিলিকা

বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার

ওহে ছোট্ট পিপিলিকা,
অনেক দুঃখ তোর কপালে আছে লেখা
পিপিলিকা বলে, খুলে বল ভাই
এ ক্ষুদ্ জীবন কি করে বাঁচাই !

ডাইনোসেরাস বলে, তোদের
বাঁচার কোনও অধিকার নাই
এ বিশাল থাবায় পৃথিবী করব ধ্বংস
থাকবে না তোদের বংশ।

পিপিলিকা হেসে কয়,
অতি দর্প ভালো নয়
একদিন পৃথিবী থেকে তোরাই হবি লুপ্ত
আমরাই থেকে যাবে যুগ যুগান্ত !

(শ্রী কলোনী, কলকাতা)

স্মৃতি

বিক্রমজিত ঘোষ

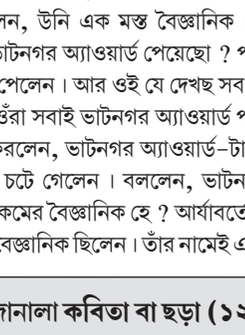

স্মৃতি বড় বেদনাময়,
জীবনের অনেক কথা
যা মনে পড়ে যায়
যা মনে না রাখলেই ভালো হয়।
স্মৃতি মনের একটি দিক কুরেকুরে খায়,
বেদনাময় স্মৃতিকথা ।
বলতে না চাইলেও
মাঝে মাঝে মনে পড়ে আর
কখনও বা স্বগতোক্তি করি।
স্মৃতি বড় বেদনাময়,
যায় না মুছে মন থেকে

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-১)

বউ কথা কও

বিজন চন্দ

কৃষ্ণচূড়ার শুকনো ডালে পাখিটা বলছে –
বউ কথা কও বউ কথা কও।
জমিদার বাড়ীর চাকরগুলো
অপার্থিব ছুটি পেয়ে আত্মহারা।
দাবীদার শাশুড়ীর গভীর চক্রান্তের
শিকার হল – পণ্যরূপী বধূ।
খিল-আঁটা ঘরের ভিতর চলছে
বধূ-নিধন যজ্ঞ !

পাঁচিল টপকে কালো বিড়ালটা
পণের ঋণ শোধ করল
ঘুটঘুটে অন্ধকার জোনাকীর আলো গেল নিভে
শেয়াল ডেকে উঠল হুক্কা হুয়া হুয়া ...

শুনশান বাড়ীটায় এখন
শুধু শিক্ কাবাবের গন্ধ
কৃষ্ণচূড়ার শুকনো ডালে
তখনও পাখীটা বলেই চলেছে –
বউ কথা কও, বউ কথা কও
ব..উ ...ক...থা....কও।

(পূর্ব পুটিয়ারী,কলকাতা-৯৩)

খুশীর জোয়ারে

রেবতী রঞ্জন বিশ্বাস

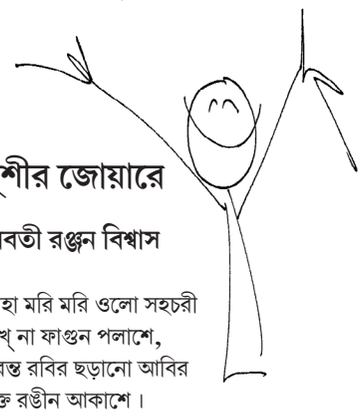

আহা মরি মরি ওলো সহচরী
দেখ্ না ফাগুন পলাশে,
ডুবন্ত রবির ছড়ানো আবির
মুক্ত রঙীন আকাশে।

ঐ দেখ চেয়ে আকাশের গায়ে !
কত যে রঙের মেলা,
তুলির আঁচড়ে দিগন্ত ঘিরে
রবির চিত্র মেলা।

গাছপালা লতা যত ফুল পাতা
আলোর হাসিতে হাসে,
হৃদয়ের মাঝে রঙে রঙে সেজে
খুশীর জোয়ারে ভাসে

(ঠিকানা ?)

লোকশিল্প (লিমেরিক)

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়

দু হাজারের ভাঙানী দিল আমায় দোকানী
ছোট নোটের সঙ্গে দিল পাঁচশোও ক-খানি।
দেখি একশ টাকার কোলে
এ যে পাঁচশোর নোট দোলে !
ছেলের খোকা হয়ে শেষে ড্যাড ফিরেছে, ধন্যি !

(কলকাতা-৭৫)

রঙ

স্বরূপ চক্রবর্তী

এত আবীর-মাখা পৃথিবী
হৃদয়েই শুধু রঙ নেই
সময়ের চলমান সাঁড়িতে ওঠানামা
নিঃশব্দ জীবন শব্দ মিছিলেই।

তবু এই দোল পূর্ণিমার রাত্রি
হাসনুহানার হাসি অকারণ
চোখে রাখা চোখ ভেজা মন।

এসব ভুলে গেছি বন্ধু
এখন না-দেখা অন্য তুমি
বৃষ্টিও ধুয়েছে অতীত
স্মৃতিময় বসন্ত জলাভূমি।

(বিদ্যাসাগর, কলকাতা-৪৭)

আজও

সত্যজিত মণ্ডল

জিজ্ঞাসাগুলো আজও আছে
বলিষ্ঠ শরীরে।
বইটা সেই পৃষ্ঠাতেই খোলা আছে
জানালা দিয়ে একটু একটু চোরাবাতাস
ঢুকে, পাতাটি ওল্টাতে চেয়েও ব্যর্থ।

অশালীন চোখদুটো আজও,
খুঁজে চলেছে সেই রঙ।
আর্তের চীতকারে বিরক্ত কানদুটো
আজও বাঁশির শব্দ করছে অনুসন্ধান।
আর উতকট্ স্বার্থপরতার বিদ্ঘুটে গন্ধে
কুঁচকে যাওয়া নাসিকা আজও
কচি লেবুপাতার গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছুক।

(বাওয়ালী, নোদাখালি, দঃ২৪ পরগণা)

মরীচিকা

আরতি দে

কাঁদছো কেন ?
যাও দুঃখহীন বাড়ি থেকে
একমুঠো আগুন নিয়ে এসো
তোমার দুঃখটাকে পুড়িয়ে দেব।
আনন্দে সারা পৃথিবীটাই ঘুরপাক খেলাম
আগুন খুঁজে পেলাম না।
এবারে বললে, যাও নিয়ে এসো
এক চিলতে মানুষের মন
যার কাছে মনের ব্যাথা জমা রেখে
সবুজ হতে পারবে তুমি।
আমি একের পর এক মানুষের কাছে যাচ্ছি,
যাচ্ছি তো যাচ্ছি, যাচ্ছি তো যাচ্ছি।
সেই থেকে আজও হঁটে চলেছি তো চলেছি
দূর থেকে দূরান্তে, শুধু হাঁটছি আর হাঁটছি,
হাঁটছি আর হাঁটছি ...

(শহীদনগর, কলকাতা-৮৪)

প্রত্যাশা

বিধান সাহা

স্বপ্নের আসন দিতে চেয়েছি
তার কোনও পরোয়া না করে
তুমি নির্মম উদাসীনতায়
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ
আমি নিতান্ত হতাশ হয়েছি

জীবনের মূল স্রোতে ফেরাতে চেয়েছি
তার কোনও পরোয়া না করে
তুমি দারুণ অবহেলায়
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ
আমি একান্ত হতাশ হয়েছি
নতুন প্রেক্ষাপটে বারবার তোমাকে চেয়েছি
তার কোনও পরোয়া না করে
তুমি ছুঁড়ে ফেলা মানসিকতায়
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ
আমি চূড়ান্ত হতাশ হয়েছি ....

(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৪১)

হাজার কালোর মাঝে

বসন্ত পরামানিক

হাজার কালোর মাঝে
আলো খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে
যারা হারিয়ে গেল গহন অন্ধকারেই
তারা ত্যাগের প্রতীক।
হয়তো বা তারা অনালোচিত নাম

তাদের উতসর্গীকৃত জীবন তবু
যায়নি বিফলে।

রাতের কালো আকাশের বুকে
শত সহস্র নাম না জানা আলোকবিন্দু
তাদেরই ক্ষুদ্র অস্তিত্ব হয়ে জ্বলে।
আজও ....।

(বাওয়ালী, বজবজ)

দেবলোকে বৈজ্ঞানিক

পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী

এক বৈজ্ঞানিক মৃত্যুর পর দেবলোকে গেছেন। কিছুদিন সেখানে থাকার পর দেখলেন এক এক করে আরো কিছু বৈজ্ঞানিক সেখানে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন। তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন এই সব নবাগত বৈজ্ঞানিকদেরকে দেবসভায় তাঁর সামনের আসনে বসতে দেওয়া হচ্ছে। তারা আগে, তিনি পিছনে।

একদিন দেখলেন তাঁরই এক ছাত্র দেবলোকে এল এবং তাঁকে দেবসভার সামনের আসনে বসতে দেওয়া হল। উনি দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, ওঁকে সামনের আসনে বসতে দেওয়া হল কেন ?

দেবদূত বললেন, উনি এক মস্ত বৈজ্ঞানিক। ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তুমি কি ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো ? পাওনি তো। তাই উনি তোমার আগে আসন পেলেন। আর ওই যে দেখছ সব বৈজ্ঞানিকরা সামনের আসনে বসে আছেন ওঁরা সবাই ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বৈজ্ঞানিক।

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড-টা কি জিনিষ ?

এবারে দেবদূত চটে গেলেন। বললেন, ভাটনগর অ্যাওয়ার্ডের নাম শোনোনি ! তুমি কী রকমের বৈজ্ঞানিক হে ? আর্যাবর্তে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর বলে একজন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁর নামেই এই ভাটনগর অ্যাওয়ার্ড। শুধু বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাই এই অ্যাওয়ার্ড পায়। তুমি এই অ্যাওয়ার্ড পাও নি তাই এর মর্ম বুঝবে না।

বৈজ্ঞানিক বললেন, আমি বেঁচে থাকতে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হত না, তাই পাইনি। আমি দেবলোকে চলে আসার পরেই মাত্র সে দেশের সরকার আমার নামে এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

দেবদূত এবার একটু অবাক হয়ে বললেন, তোমার নামে ! মানে ?

বৈজ্ঞানিক বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নামই শান্তিস্বরূপ ভাটনগর।

(শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পান্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

বেঙ্গল টাইগারদের হারিয়ে ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি কোহলির ভারত

পাঁচুগোপাল দত্ত

বেঙ্গল টাইগারদের হারিয়ে আরও একবার ফাইনালে গেল কোহলির সিংহরা। শুধু জেতা নয়, একেবারে একপেশেভাবে ম্যাচ বের করে নিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। অথচ 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' প্রবাদ মেনে চললে দেখা যাবে একটা সময় সাড়ে পাঁচ গড় নিয়ে ম্যাচের রাশ পুরোপুরি হাতে এসে গিয়েছিল বেঙ্গল টাইগারদের। ২৬ ওভারে ১৬২ রান, হাতে অধিকাংশ উইকেট। প্রেস বক্সে কমেন্টেটররা যথারীতি বলতে শুরু করে দিয়েছেন বাংলাদেশ ৩০০ করবে না ৩৫০। এর মধ্যেই ভোল পালটে গেল খেলার। ফের প্রমাণ মিলল কেন ক্রিকেটকে বলা হয় গেম অফ আনসার্টেনিটিজ। বলাবাহুল্য, এই জায়গা থেকেই পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল ম্যাচ। সৌজন্যে চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ সিং। বস্তুত কুলদীপের মূল্যবান দুটি উইকেট এই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিল নিমেষের মধ্যে। সেরা দুই তারকা আউট হওয়ার পর আর কিছুতেই ম্যাচে ফিরতে পারল না বাংলাদেশ। মাত্র ২৬৪ তেই আটকে গেল তারা। ফলে ভারত যে জিতছেই তা একেবারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাও সাবধানের মার নেই তত্ত্ব মেনে যথেষ্ট সংযত শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। আবারও শিখর ধাওয়ান-রোহিত শর্মা জুটি ক্লিক করে গেল তাঁদের ওপেনিং পার্টনারশিপে। অর্ধশতরান থেকে মাত্র ২ রান দূরে শিখরের ব্যাট থেমে যাওয়ার পরেও অবশ্য বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করতে দেখা গেল না ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। বিশেষ করে অধিনায়ক বিরাট কোহলি নামার পর আরও যেন চার্জড হয়ে উঠল টিম ভারত। দ্রুত রানও উঠতে শুরু করল। ২৫ ওভারের মাথাতেই বোঝা যাচ্ছিল ম্যাচ হাতে চলে এসেছে ভারতের। এর খানিক পরে মাত্র সাড়ে তিন হয়ে উঠল আস্কিং রানরেট। এতটাই ভালো খেলতে লাগল রোহিত-কোহলি জুটি যে প্রায় ১০ ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জেতা হয়ে গেল ভারতের। বস্তুত এতটা স্বচ্ছন্দে খেলছিল ভারতীয় তারকারা যে মনেই হচ্ছিল না সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ চলছে।

গতবারের চ্যাম্পিয়নরা যে মুডে ফাইনালে উঠল তাতে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় যেন সময়ের অপেক্ষা হয়ে উঠেছে। যদিও এখানে একটা বড়সড় 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। সেটা হল এই পাকিস্তানকে যদি গ্রুপ লিগের ম্যাচের নিরিখে বিচার করা হয় তবে বিরাট ভুল হবে। কারণ ইংল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দলকে সেমিফাইনালে যেভাবে হেলায় হারাল পাক বাহিনী তাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার জন্য তারা যে মরিয়া হবে তা না বললেও চলবে। এর প্রেক্ষিতে সবথেকে যেটা বড় কথা তা হল টিম কোহলি কিন্তু আদৌ আত্মতুষ্ট নয়। বরং তারা বাংলাদেশকে ওইভাবে দুরমুশ করাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। নতুন লড়াইকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে টিম বিরাট। নইলে বাংলাদেশকে ওভাবে হারানোর পর কোথায় সেলিব্রেশন হবে, একটু শ্যাম্পেন খোলা হবে তা নয়, দেখা গেল রবিচন্দ্রন অশ্বিন থেকে দলের অধিকাংশ স্টার ক্রিকেটারই নীবিষ্ট মনে প্র্যাকটিসে মেতে উঠেছেন। এরকম মনোভাব যাঁদের তারা যে ফাইনালে ফেবারিট হিসেবে শুরু করছেন তা তো এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন সদ্য শেষ হওয়া আইপিএলে চূড়ান্ত অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল কার্যত বাংলাদেশের সঙ্গে সেমিফাইনাল থেকে। এখন নজর ফাইনালে পাক বাহিনীর মোকাবিলা কিভাবে করে টিম ইন্ডিয়া।

কোন্নগরে ক্যারাটের কেরামতি

রিম্পি ঘোষ : গত ১০ ও ১১ ই জুন কোন্নগর মিলন সংঘের পরিচালনায় ও জাপান শটোকান ক্যারাটে-ডো কানিনজুকো অর্গানাইজেশন (পঃবঃ)-র সহযোগিতায় কোন্নগর মিলন সংঘে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সারা বাংলা কানিনজুকো প্রো - ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৭ টি বিভাগে সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৪৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজক কমিটির সদস্য ও ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশন সংস্থার কোচ শিহান মির, সহযোগী সংস্থার কোচ তারকনাথ সর্দার, আয়োজক ক্লাবের টেবিল টেনিস টুর্ণামেন্টের সম্পাদক করুণ তপাদার প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় ছেলেদের কাতা বিভাগে ১০ -১১ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রথম হয় আর্য বসু, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রোহন সরকার এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় অর্চন পাল ও প্রীতম সরকার। মেয়েদের কাতা বিভাগে ১০ -১১ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রথম হয় সুমৌলি মিত্র, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অনুষ্মিতা দে এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় যাজ্ঞসেনী ভাদুরী ও শ্রমণা দে। ছেলেদের কাতা বিভাগে ৮ -১০ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রথম হয় রুদ্র দাস, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গীতম ঘোষ এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় ঋষি মন্ডল ও সোহম চ্যাটার্জী। মেয়েদের কাতা বিভাগে ৮ -১০ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রথম হয় পরিস্মিতা রায়, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পৌষালী চক্রবর্তী এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় হয় সুমেধা সিংহ ও শ্রী মন্ডল।

১২ জুন বেহালার শান্তি নিবাস বৃদ্ধাবাসে 'বন্ধু এক আশা'র ব্যবস্থাপনায় উপস্থিত হন জার্মানির বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব ব্রায়ান মিউনিখের সহকারী কোচ ম্যাথিয়াস নোভাক। আবাসিকদের সঙ্গে ফুটবলের আলোচনায় মেতে ওঠেন এই প্রাক্তন খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ দেখার রোমাঞ্চকর অনুভুতি ব্যক্ত করেন তাঁরা। এরপর ফুটবলে সই করে শান্তি নিবাসের বাগানে গাছ লাগিয়ে কিছুটা সময় কাটালেন তিনি। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন ফিফার কর্মকর্তা ডক্টর সাজি প্রভাকরণ। জার্মান ফুটবল আকাদেমির কর্তা কৃশ রায় ও বন্ধু এক আশার সদস্যরা।

বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হল বাগানে, বিদায় টুটুর

অরিঞ্জয় মিত্র

স্বপনসাধন বসু ওরফে টুটু বসু। মোহনবাগানে নবজাগরণ আনার ক্ষেত্রে এই মানুষটির নাম আগামি দিনে নির্ঘাত লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে রেকর্ড বুকে। কী সেই নবজাগরণ? না মোহনবাগানের চিরকালীন পরম্পরা ভেঙে তাঁর আমলেই প্রথমবারের জন্য বিদেশি ফুটবলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন অবশ্য বাগানের শতবর্ষ উদযাপন হয়ে গিয়েছে। তাও শতাব্দী প্রাচীন সবুজ মেরুনে শেষ পর্যন্ত কোনও বিদেশি ফুটবলার খেলবে ভাবাই যায়নি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন টুটু। বস্তুত এই মাস্টার স্ট্রোকেই তিনি মোহন জনতার নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন। চিমা ওকেরিকে এনে বাগান শিবিরে বিপ্লব এনে দেন স্বপনসাধন। এর পর ব্যারেটো, চিমা, ইগরদের জুগলবন্দিতে প্রথমবারের জন্য আই লিগ জয় করে মোহনবাগান। সবই আজ ইতিহাস। কিন্তু এমন এক ইতিহাস যা ঘাঁটলে আজও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন বাগান জনতা। এমন অনেক কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে টুটু বসুর নামের পাশে। যা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের মালিকানার পাশাপাশি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

এত কিছু আলোচনা হচ্ছে এমন এক অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন সেই আপাদমস্তক মোহনবাগানী মানুষটি অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন একেবারে হইহই পড়ে গিয়েছে বাগান পরিবারে। সত্যি তো মোহন অন্তপ্রাণ মানুষটি চলে গেলে চলবে কী করে। শুধু তো আবেগ দিয়ে বিচার করলে হবে না। এই মানুষটি দুহাত উজাড় না করে দিলে গত চার বছরে মোহনবাগানের পক্ষে কোনও দল গঠনই সম্ভব ছিল না। কারণ স্পনসর নিয়ে ঝামেলার জেরে বাগান তখন অভিভাবকহীন। নিজের পকেট থেকে ৪০-৫০ কোটি টাকা খরচ করে এই পরিস্থিতি সামাল দেন টুটু। এই চার বছরে বাগানের পারফরমেন্স দেখুন। বাংলার মধ্যে সেরা তো বটেই, দেশের মধ্যে বেঙ্গালুরু ও আইজলের মতো দলের সঙ্গে একমাত্র পাল্লা দিয়ে গিয়েছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সনি নর্ডি, কাতসুমি, ডাফিদের মতো তারকা বিদেশিকে এনে বাগানকে সাফল্য এনে দিতে স্বপনসাধনবাবুর ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। এর ফলস্বরূপ প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর বাগানের আই লিগ জয়। গত দুবছরের রানার্স সবুজ মেরুনের কাছ থেকে অল্পের জন্য ফসকে গিয়েছে দেশের সেরা এই ট্রফিটি।

এহেন টুটুবাবুর বিদায় নিঃসন্দেহে শোকের আবহ এনে দিয়েছে গড়পাড়ের ক্লাবে। শেষ পর্যন্ত টুটুবাবু ফিরে আসবেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তবে তাঁদের অংশ অনেকটাই কম। কারণ এবার আর টুটু বসু ক্লাব সভাপতিত্বে ফিরবেন না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তার পিছনে তিনটি কারণ মূলত তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁর মধ্যে সম্ভবত প্রধান কারণ হল এবার আর খোলামখুচির মতো কোটি টাকা ক্লাবের পিছনে ঢালতে তিনি রাজি নন। পাশাপাশি সচিব তথা দীর্ঘদিনের বন্ধু অঞ্জন মিত্রের সঙ্গে বিরোধও টুটুবাবুর প্রস্থানের অন্যতম কারণ। এর মাধ্যমে কার্যত তিনি অঞ্জনকেও ক্লাবের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার প্রচ্ছন্ন চাপ দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া অসুস্থতা একটা কারণ তো বটেই। আজ থেকে নয়, টুটুবাবু অনেকদিন ধরেই অসুস্থ, ব্যবসা ও সংবাদপত্রের দেখাশুনা তাই এখন পুত্র সৃঞ্জয়ের হাতে। এবার মোহন প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্বও ছেড়ে দিলেন সেই অসুস্থতার জন্যই।

মোহনবাগান থেকে টুটু বিদায়ের পর বিশেষ করে মনে পড়ছে ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোল দেওয়ার তার স্বপ্ন পূরণ থেমে থাকার কথা। অনেকবার বাগান দারুণ খেলেও ইস্টবেঙ্গলকে ৬ গোলে হারাতে পারেনি কিছুতেই। থেমে গিয়েছে ১৯৭৫-এর বদলা নেওয়ার অভিযান। তাও বিদেশি এনে বাগানে খাতা খোলানো থেকে শুরু করে গত ৩-৪ বছরের সেরা দল গড়ে তোলা সবই থেকে যাবে তাঁর ঝুলিতে। ধীরেন দে'র আমলের কেতাদুরস্ত পথ থেকে বেরিয়ে এসে মোহনবাগানকে পেশাদারিত্বের মোড়কে মুড়ে ফেলার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব টুটুবাবুরই। তাঁর অনেক ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও, যেসব কৃতিত্ব তিনি রেখে গেলেন তা অনায়াস জায়গা করে নেবে ইতিহাসের প্রেক্ষাগৃহে। ধন্যবাদ টুটুবাবু, বাগান তথা ময়দানকে অনেক দিয়েছেন। এবার শান্তিতে বিশ্রাম নিন।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

জানা অজানা

মেঘের প্রকৃত রং কি

জলের যে রং মেঘেরও সেই রং। জল বর্ণহীন, জল থেকে যে রং প্রতিফলিত হয় আমাদের চোখে সে রংকেই দেখতে পাই। বর্ষাকালে মেঘের আস্তরণ ভারি হয়। সূর্যালোক মেঘের আস্তরণ ভেদ করে আসতে পারে না। তাই বর্ষা মেঘকে কালো দেখায়। অলক মেঘের আস্তরণ পাতলা হয় তাই সাদা দেখায়। অলোক মেঘ খুব পাতলা বরফের আচ্ছাদন। সেই বরফের স্তর থেকে অনেক সময় বিচ্ছুরণ হয়ে রঙিন দেখা যায়।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

সোনিয়া পাল, দ্বিতীয় শ্রেণি, ম্যাডাম মন্তেসরি চিলড্রেন হোম, বারাসত

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com